ভূমিকা।

আজ প্রায় ২৭ বৎসর হইল, বঙ্গের শিরোভূষণ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনী ইংরাজীতে কিম্বা বাঙ্গালায় কেহই লিখিতে প্রয়াস পান নাই। এত দিন পরে তাঁহার জীবনী সম্যক্‌রূপে লেখা অনেক কারণে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ হরিশের সহবর্ত্তী লোকের অনেকেরই পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। দ্বিতীয়ত হরিশের লিখিত হিন্দুপেট্রিয়ট কাগজ বা চিঠি পত্রাদি প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে তাঁহার জীবনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন। কিন্তু "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" ইহা বিবেচনা করিয়া আমার অল্প বুদ্ধি ও ক্ষমতানুসারে যথাসাধ্য হরিশের জীবনী সঙ্কলিত করিলাম। ইহাতে যে অনেক পরিমাণে অঙ্গহীনতাদি দোষ আছে তাহা আমি স্বীকার করি, এবং ভরসা করি পাঠকগণ সে সকল ক্ষমা করিবেন। হরিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শনই এই পুস্তক প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন এই আমার প্রথম উদ্যম। ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তক লিখিবার সময় শ্রীযুক্ত বাবু রজনী-কান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয়গণ আমায় অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, হৃদয় পাঠকবর্গ এই গ্রন্থ পাঠে কিয়ৎ পরিমাণে তৃপ্তিলাভ করিলেই পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

এই পুস্তক সঙ্কলিত হইবার পর ভবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমায় বলেন যে, ১৮৫৪ খৃঃ মধুসূদন রায় আপনার মুদ্রাযন্ত্র বিক্রয় করায় হরিশ ভবানীপুরের সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভার এক প্রেস হইতে হিন্দু পেট্রিয়ট বাহির করেন ; এবং ১৮৫৬ খৃঃ হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস সংস্থাপন করেন।

২২নং নিউগীপুকুর ইষ্ট লেন তালতলা,
কলিকাতা। অক্টোবর ১৮৮৭। } শ্রীরামগোপাল সান্ন্যাল।

মুখবন্ধ।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর সময়ে বঙ্গে যে সকল বালকের জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা এখন প্রৌঢ় যুবা পুরুষ; অনেকেরই সন্তান সন্ততি হইয়াছে। যে সকল বালিকার জন্ম হইয়াছে তাঁহারা এখন সকলেই প্রৌঢ়া গৃহিণী, কাহারও কাহারও দৌহিত্র দৌহিত্রী হইয়াছে। এই কাল পরে হরিশের জীবনী প্রকাশিত হইতেছে, ইহাও আশাপ্রদ।

আমরা এখনও বালেণ্টিন জামিরে ডুবাগ লইয়া ব্যস্ত; হরিশ, রাম গোপাল, কেশব, দ্বারকানাথ—এ সকলের কথায় আমরা থাকি না। আমরা ঘোরতর আত্মবিস্মৃত জাতি। সোণা বাহিরে রাখিয়া শুধু আঁচলে গিরা দিতে আমাদের মত হয় ত আর কেহ নাই। তোমার যদি একটি অকাব্বরি মোহর, আধুলি, বা সিকি থাকে, তবে তাহাই লক্ষ্মীর কাঁড়ীতে যত্ন করিয়া রাখিও, পুষ্প চন্দনে পূজা করিও, কালে তাহাতেই তোমার লক্ষ্মী উজলা হইবেন। আর তাহাতে অযত্ন করিয়া, তাহা দূরে ফেলিয়া, লঙ্কায় রাশি রাশি সোণা আছে শুনিয়া, কেবল শুধু আঁচলে গিরা দিলে, কখন কিছু হবে না ভাই!

হিন্দুহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র সত্য সত্যই দেশভক্তির আকব্বরি মোহর। নিখাদ, খাটি পাকা সোণা। এই হরিশ্চন্দ্রে ভক্তি করিতে শিখিলে, সত্য সত্যই তোমার লক্ষ্মী উজলা হইবেন।

হরিশের স্বদেশ ভক্তি—তাঁহার প্রাণ; সেই ভক্তিভরেই তিনি জীবিত ছিলেন; সেই ভক্তিভরেই তাঁহার লেখনী তেজস্বিনী, ভাষা ওজস্বিনী ও তিনি স্বয়ং মনস্বী হইয়াছিলেন। সেই ভক্তির বলেই তিনি একাকী, সহস্র দুর্দ্ধর্ষ প্রবল প্রতাপান্বিত নীলকরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। সেই ভক্তি বলেই তিনি লর্ড ডালহৌসির সর্ব্বগ্রাসিনী রাক্ষসী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আবার সেই ভক্তিবলেই হরিশ্চন্দ্র দারুণ সিপাহী বিভ্রাট সময়ে "ভারতের কোটি কোটি নিঃসহায় লোকের পক্ষ হইয়া" একাকী রাজদ্বারে অযাচিত প্রতিভূস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। হরিশের মত দেশভক্ত দয়ার ভিখারী না পাইলে, লর্ড কানিঙ্গের সার্ব্বজনিক দাক্ষিণ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারিত কি না সন্দেহ। এক দিকে সহস্র সহস্র দানব ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীর রক্তপিপাসায় লালায়িত হইয়া, সহস্র সহস্র লেলিহান জিহ্বা নির্গত করিয়া অনবরত 'প্রতিহিংসা' 'প্রতিহিংসা' ধ্বনিতে চীৎকার করিতেছে, অন্য দিকে এক সৌম্য মূর্ত্তি বঙ্গ ব্রাহ্মণ যুবা, অসীম দেশভক্তি ভরে, সেই অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া—'রক্ষা কর' 'ক্ষমা কর' 'দয়া কর' বলিয়া কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিতেছে। বলিতেছে

'যদি ভারতে ইংরাজ রাজ্য স্থায়ী করিবে, যদি ইংরাজ আপনাকে রক্ষা করিবে, তবে ইংরাজ, ক্ষমা কর, দয়া কর; অতীতের অত্যাচার ভুলিয়া যাও, ভবিষ্যতে ভারতে ইংরেজের প্রতাপচ্ছবি মনে কর; ভারতের সাম্রাজ্যই ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য, সেই ভারতকে রক্ষা কর, ক্ষমা কর, দয়া কর।' ইংরাজের রাজলক্ষ্মী, ভারতভক্ত ব্রাহ্মণ যুবার কাতরোক্তি, মহা রাজনীতিকের এই স্বার্থ-পরার্থ-মিশ্রিত অপূর্ব্ব রাজনৈতিক উক্তি,—আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিলেন; তিনি লর্ড কানিঙ্কে ভর করিয়া ভারতের সমগ্র দেশে প্রদেশে, গ্রামে নগরে, দ্বারে দ্বারে, ক্ষমা ঘোষণা করিলেন। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত ভারত হইতে বিদ্রোহ গিরিগুহায় বিদূরিত হইল; শান্তির সুস্নিগ্ধ বায়ু ভারতে বহিতে লাগিল; ভারতের প্রাণ ও ইংরেজের মান যুগপৎ রক্ষা পাইল। যথার্থই বলা হইয়াছে; হরিশ্চন্দ্র "লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অকাল মৃত্যু হইতে, শ্মশান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই জন্য" হরিশ্চন্দ্রের ভারত-হিতৈষী নামের সার্থকতা হয়।

হরিশ্চন্দ্রের ইংরেজিতে অপূর্ব্ব রচনা শক্তি, অগাধ পরিশ্রমে প্রবৃত্তি, নানাবিষয়িণী গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইতিহাসের আলোচনা—অত্যাচারের উপর তাঁহার ভীষণ ভ্রূকুটি, রাজপুরুষগণের নিত্য নৈমিত্তিক দুষ্ক্রিয়াকলাপে নিয়ত মর্ম্মান্তিকরূপে অথচ সরসভাবে উপহাস ও বিদ্রূপ—এ সকলই হরিশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ,—বড় সুললিত, বড় সৌম্য অথচ সবল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বটে কিন্তু হরিশের প্রাণ—তাঁহার জলন্ত দেশভক্তি। সেই মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত ছিল বলিয়াই. তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল লাবণ্যে ঝলমল করিত, সামর্থ্যে দেব-পরাক্রম ধারণ করিত।

হরিশ্চন্দ্র দেশভক্তির উজ্জ্বল ও জলন্ত অবতার ছিলেন; এখনকার দিনে সেই দেশভক্তি নানা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে; আত্মভক্তি, যশোলিপসা, পদাকাঙ্ক্ষা, মানভিক্ষা, এখন কত মূর্ত্তি কত দিক হইতে দেশ ভক্তির অঙ্গচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিয়া অভিনয়ে বঙ্গভূমিকে রঙ্গভূমিতে পরিণত করিতেছে; এই সময়ে প্রকৃত দেশভক্তের জীবনী প্রকাশ বিশেষ সময়োপযোগী ও আশা-প্রদ; সেই জন্য আশান্বিত হৃদয়ে আমরা এই জীবনীর মুখবন্ধরূপে হরি-শ্চন্দ্রের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সূচী পত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

হিন্দুপেট্রিয়ট হরিশ্চন্দ্র।

হিন্দুপেট্রিয়টের জন্ম-বিবরণ।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে হিন্দুপেট্রিয়ট সংবাদপত্র কলিকাতা বড়বাজারের কালাকর ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রায় মহাশয়ের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। মধুসূদন বাবু এখনও জীবিত আছেন। তিনি বলেন, প্রথমে অন্য কোন ব্যক্তির জন্য ছাপাখানার সরঞ্জম তিনি ক্রয় করেন, পরে সেই ব্যক্তি ছাপাখানা না করাতে তিনি স্বয়ং ছাপাখানা চালাইতে ইচ্ছা করেন; এই ছাপাখানা হইতে একটি সংবাদপত্র চালাইতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। কিন্তু নিজে সেরূপ কৃতবিদ্য ছিলেন না বলিয়া তৎকালীন কৃতবিদ্য-দিগের সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিমলার ঘোষবংশ উজ্জ্বলকারীখ্যাত্যাপন্ন শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ (যিনি পরে বেঙ্গলী খবরের কাগজ সংস্থাপন করেন) ও তাঁহার দুই সহোদর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ঘোষ ও ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ প্রথমে হিন্দুপেট্রিয়ট পত্র লিখিতে আরম্ভ করেন। শ্রীনাথ বাবু তখন কলিকাতার কালেক্টারির মেঃ আরথর গ্রোট সাহেবের অধীনে হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত ছিলেন; পরিশেষে ইনিই কলি-কাতা মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হন। ক্ষেত্রবাবু তখন কোন সওদাগরের বাটীতে চাকরী করিতেন। ইনি এখনও জীবিত আছেন। ইহাঁর বয়স এখন ৬৪ বৎসর। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহাঁর সমবয়সী ছিলেন। এই মহাত্মাগণ চাকরী করিয়া যে সময় পাইতেন সেই অবসর-কাল হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদনে ক্ষেপণ করিতেন। সংবাদপত্র লিখিয়া লাভ করিবার প্রত্যাশা তাঁহাদিগের ছিল না এবং সে প্রত্যাশা থাকিলেও তাহা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ সেই সময়ে সংবাদ-পত্র পাঠের রুচি এদেশে কাহারও জন্মে নাই। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের

পূর্ব্বে এদেশে কৃতবিদ্যের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল এবং ঐ অল্প সংখ্যক লোক তদানীন্তন ইংরেজদিগের প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। সুতরাং এই সকল কারণে প্রথমে হিন্দুপেট্রিয়ট লাভজনক হয় নাই। ঘোষজ ভ্রাতারা প্রথমে যে নবানুরাগে কাগজ লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা ক্রমে তিন চারি মাস মধ্যে মন্দীভূত হইল এবং ক্রমে ক্রমে ঐ কার্য্য হইতে তাঁহারা অপসৃত হইলেন, সুতরাং হিন্দুপেট্রিয়টের সূতিকার শৈশব অবস্থায় ধ্বংস হইবার লক্ষণ হইল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় এই কাগজকে রক্ষা করিবার লোক উপস্থিত হইলেন। ইনি বঙ্গীয় সম্পাদক সমাজের নেতা বঙ্গকুলভূষণ অমর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই মহাত্মার বাল্যজীবনীর বিবরণ নিম্নে যথাশক্ত বর্ণন করিলাম।

হরিশ্চন্দ্রের বাল্য-জীবনী।

১৮২৪ খৃঃ অব্দের বৈশাখ মাসে হরিশ্চন্দ্র ভবানীপুরে রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুলে ফুলিয়া কুলীনবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত রামধন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ - প্রপিতামহ।
" দেবীপ্রসাদ—পিতামহ।
" রামধন—পিতা
" হরিশ্চন্দ্র।

রামধন তিনটি বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ উত্তরপাড়ায় হয়। এই স্ত্রীর গর্ভে ৪ পুত্র ও ৩ তিন কন্যা জন্মে।

পুত্রগণ ;—

১ আনন্দ চন্দ্র—
২ রাজচন্দ্র—
৩ রাজকিশোর—.
৪ কৈলাসচন্দ্র—

দ্বিতীয় বিবাহ মুর্শিদাবাদের ভবানীপুরে হয়; এই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে।

১ রামচন্দ্র—

২ মুক্তারাম—

শেষ স্ত্রী—হরিশের মাতা। এই স্বর্ণগর্ভার নাম রুক্মিণী দেবী। ইনি কলিকাতা ভবানীপুরবাসী ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। ইহাঁর দুই সন্তান। জ্যেষ্ঠের নাম হারাণচন্দ্র, ও কনিষ্ঠের নাম হরিশ্চন্দ্র। এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেবল রাজকিশোর ও মুক্তারাম জীবিত আছেন। হরিশের ৬ মাস বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। হরিশ্চন্দ্রের পিতার ও পিতামহের পূর্ব্ব নিবাস সেমারির উত্তর পূর্ব্বে ৩ ক্রোশ দূর শ্রীধরপুরে ছিল।

এদেশের কুলীন সন্তানগণ চিরন্তন প্রথানুসারে প্রায় মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হয়েন। হরিশ্চন্দ্র শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর ও দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মাতুল মহাশয়দিগের ভবনে প্রতিপালিত হন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি একজন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় মাতৃভাষা শিক্ষা করেন এবং সাত বৎসরে জ্যেষ্ঠ হারাণের নিকট ইংরাজি শিখিতে অভ্যাস করিয়া ভবানীপুরের ইউনিয়ন স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন। হীনাবস্থা বলিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা হরিশকে বিনা বেতনে পড়িতে দিতেন। পঠদ্দশায় তিনি পাঠ্য বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও অনুরাগ দেখাইয়া ছিলেন। পাঠের সময় শিক্ষকগণকে তিনি কখন কখন এমন কঠিন প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিতেন যে, তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সাবধান হইয়া সেই সকলের উত্তর প্রদান করিতে হইত। কিন্তু শিক্ষকগণের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল সে শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহার নাম ও পদ বৃদ্ধি হইলেও কখন কমে নাই। রেবরেণ্ড পিফার্ড তাহার একজন শিক্ষক ছিলেন। একদা বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের বাটীতে সি পিফার্ডের (কলিকাতার প্রসিদ্ধ বারিষ্টার পিফার্ডের সন্তান) সহিত হরিশের দেখা হয়। পিফার্ডের কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি বাল্য জীবনের কথা স্মরণ করিয়া পিফার্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

বাল্যে নির্ভীকতার পরিচয়।

হরিশ বাল্যকালে বলবান্ ও সাহসী ছিলেন। একদা একটি মাতাল গোরা তাঁহাদের স্কুলের নিকট দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে এবং কোন কোন লোকের উপর উৎপাত করে। হরিশ অন্যান্য বালকগণকে সঙ্গে লইয়া অকুতোভয়ে ক্ষিপ্ত গোরাকে সেই স্থান হইতে তাড়াইয়া দেন। এ দেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ এই সকল স্থূল স্থূল ঘটনা ব্যতীত তাঁহার পাঠ্যাবস্থার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সংগ্রহ করা সুকঠিন।

৬ কিম্বা ৭ বৎসর ইউনিয়ন স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরিবারের দুঃখ নিবারণ মানসে হরিশ্চন্দ্রকে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইল, এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্যই চাকরীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইল। সহায়সম্পত্তি না থাকিলে সকল দেশেও সকল কালেই চাকরী পাওয়া সহজ হয় না, সুতরাং হরিশ্চন্দ্র লোকের দরখাস্তাদি লিখিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহা দ্বারা পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার সাংসারিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সম্পাদকাগ্রগণ্য "রাইজ ও রায়তের" বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত "মুখর্জ্জিজ ম্যাগাজিন" নামক পত্রিকায় এইরূপ লিখিত আছে :—

"এক দিন বর্ষাকালে আকাশ ঘনঘটায় আবৃত, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, পথে লোক বাহির হইতে পারিতেছিল না। এমন সময় হরিশ্চন্দ্রের গৃহে তণ্ডুল-কণামাত্র ছিল না। ঘরের বাহির হইয়া কোন প্রতিবেশীর বাটীতে যাইয়া পিতলের থালা সম্বলমাত্র বন্ধক দিয়া যে চাউল খরিদ করেন, তাহাও কঠিন হইল! হরিশ মনে মনে কতই দুঃখ করিতে লাগিলেন, এবং অনাহারে ক্লিষ্ট মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, হঠাৎ ঐ সময়ে তাঁহার দ্বারদেশে একটি সম্ভ্রান্ত জমীদারের মোক্তার উপস্থিত হইলেন। মোক্তার বাবু কতকগুলি কাগজ পত্র লইয়া আসিয়াছিলেন; হরিশকে তিনি ঐ সকল কাগজ ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং পুরস্কার স্বরূপ ২৲ টাকা প্রদান করিলেন। হরিশ এই দুই টাকা দুই স্বর্ণ-মুদ্রা জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া আহার্য্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সে দিনের অন্নকষ্ট নিবারণ করিলেন"। এই গল্প শম্ভু বাবু হরিশের মুখে স্বয়ং শুনিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি টলা কোম্পানির আফিসে ১০৲ টাকা বেতনে বিল লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। টলা কোম্পানিরা নীলামদার ছিলেন। তাঁহাদিগের আফিস এখনকার করেন্সী আফিসের নিকট সংস্থাপিত ছিল। এই অল্প বেতনে টলা কোম্পানির নিকট কিছু দিন কর্ম্ম করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ নিবারণে অসমর্থ হইয়া তিনি বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষীয়েরা সে আবেদন অগ্রাহ্য করিলে, তিনি ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। টলা কোম্পানির কার্য্যে ঘুষ লইয়া তিনি বেতন অপেক্ষা অনেক উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু হরিশ অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জনে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং যখন বেতন বৃদ্ধির উপায় রহিল না, তখন তাঁহাকে অগত্যা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইল।

এই কর্ম্ম পরিত্যাগের পর তাঁহার ভাগ্য চক্রের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল। ১৮৪৭ খৃঃ সৈনিক ব্যয়ের অডিটরের আফিসে একটী ২৫৲ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি খালি হয়। উক্ত কর্ম্মপ্রার্থীদিগের পরীক্ষা হয়। হরিশ্চন্দ্র সেই পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রধান হওয়ায় তিনি সেই চাকরী প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ঐ আফিসে কর্ণেল চ্যাম্পনিজ ডিপুটী অডিটারজেনরেল ও কর্ণেল গোল্ডী অডিটার জেনরেল ছিলেন। ইহাঁরা হরিশের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ক্রমে ২৫ হইতে ৫০ ও ৫০ হইতে ১০০ টাকা বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র ৪০০৲ টাকা বেতনে সহকারী অডিটারের পদে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত কাজ কর্ম্ম করিতেন যে তাঁহার আফিসের বড় বড় সাহেবেরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। কর্ণেল চ্যাম্পনিজ তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কর্ণেল গোল্ডী তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ আফিসে ১০০ টাকা বেতনের চাকরী প্রায়ই ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিদিগকে দেওয়া হইত। হরিশের গুণপণা দেখিয়া তাঁহারা ২০০ টাকা বেতনের চাকরী হরিশকে প্রদান করেন এবং পরে ৪০০ টাক বেতনে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন।

কর্ণেল চ্যাম্পনিজের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ছিল। একদা পণ্ডিত শম্ভুনাথের বাটীতে হরিশ্চ কতিপয় বন্ধুগণ সহ আইন পর্য্যালোচনায় কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বন্ধুগণ হরিশের আইনজ্ঞানে পারদর্শিতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে কেরাণীগিরি ছাড়িয়া উকীলের

ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বলেন। তিনি তদুত্তরে বলেন যে, "কেরাণী-গিরি" করিয়া তাহার অনেক সময় থাকে এবং সেই সময়মধ্যে দরিদ্র-লোকদিগের জন্য দরখাস্ত লেখা ও সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা যায়। আর তিনি বন্ধুদিগকে বলেন যে, কর্ণেল চাম্পনিজ তাঁহার দুরবস্থায় এত উপকার করিয়াছেন যে, তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। সেই সময়ে হরিশ কৃতজ্ঞতায় উদ্দীপ্ত হইয়া কর্ণেল চাম্পনিজের নানা প্রশংসা করিয়াছিলেন।

হরিশের সমকালবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে কেবল সিমলায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ ও আর দুই একটি ছাড়া অন্য কেহ এখন জীবিত নাই। ক্ষেত্র বাবু মিলিটারি আফিসে কর্ম্ম করিতেন। তিনি আমাদিগকে বলেন যে, হরিশ কখন অতি সামান্য কর্ম্মচারীকেও অসম্মান-সূচক কথা বলেন নাই। তাঁহার শরীরে রাগ ছিল না। যিনি নিজের সম্মানের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখেন, তিনি অন্য ব্যক্তির প্রতি কখনও অসম্মান করিতে পারেন না। হরিশ এই মহামন্ত্রে দিক্ষীত ছিলেন। অতি সামান্য কর্ম্মচারী তাঁহাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আহ্লাদের সহিত সকল কথা বলিয়া দিতেন।

ক্ষেত্র বাবু বলেন একদা আর, এইচ, হলিংবেরী (ঐ আফিসের রেজি-ষ্ট্রার) হরিশের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ইংরাজিতে (Look at the man) অর্থাৎ "মিন্সের রকম দেখ" এই কথা প্রয়োগ করেন। হরিশ সেই সময়ে ইহার কোন উত্তর না দিয়া পরে কর্ণেল চাম্পনিজের কাছে আপনার কর্ম্মপরিত্যাগপত্র পাঠাইয়া দেন। কর্ণেল হরিশকে নানা প্রকার বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বলেন যে, তুমি কাগজ পত্র কর্ণেল রামজের নিকট না পাঠাইয়া আমার নিকট পাঠাইবে। কর্ণেল চাম্পনিজ অনুসন্ধানে পূর্ব্বেই জানিয়া-ছিলেন যে, হলিংবেরী তাঁহাকে অসম্মানের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি যেন হলিংবেরী এই দোষে দোষী, ইহা জানিতে না পারিয়া রামজে সাহেবকে উল্লেখ করিয়া হরিশের রাগ শান্ত করিলেন। হরিশকে আফিসের সাহেবেরা সকলেই সম্মান করিতেন এবং জানিতেন এই স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণ অপমান সহ্য করিবার লোক নহে।

হরিশ্চন্দ্রের সত্যপ্রিয়তা।

ক্ষেত্র বাবু, এই বিষয়ে নিম্নলিখিত গল্প আমাদিগকে বলেন।

একদা ক্ষেত্র বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ ও হরিশ উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে কোন বিষয় উপলক্ষে গমন করেন। বিষয় কার্য্য শেষ হইলে তাঁহারা বেলুড় হইতে কাশীপুরে আসিবার জন্য গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। ঘাটে একজন মাঝি ছিল। সে যো বুঝিয়া পার করিতে ১৲ টাকা চাহিল। ক্ষেত্র বাবু মাঝিকে পার হওয়ার বড় গরজ নাই ইহা দেখাইবার জন্য হরিশকে বলিলেন যে "তবে চল, আমরা যাইয়া, সাল্‌কের ঘাটে পার হই।" হরিশ জানিতেন যে, তাঁহাদের কাশীপুরে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে। তিনি ক্ষেত্র বাবুকে বলিলেন দরিদ্র মাঝিকে মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার পারানির ভাড়া কমান উচিত নহে। ক্ষেত্র বাবুকে অগত্যা হরিশের অনুরোধে সেই নৌকায় পার হইতে হইল। গঙ্গা পার হইয়া হরিশ আপনার পকেট্ হইতে ১ টাকা বাহির করিয়া মাঝিকে দিলেন। ক্ষেত্র বাবু ইহাতে হরিশকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার কাজে আসিয়াছেন, আপনার ভাড়া দেওয়া উচিত নহে।" হরিশ হাস্য করিয়া বলিলেন, তাহাতে দোষ নাই। যখন আমার কথার জন্য মাঝিকে ।৴ আনার স্থানে ১ টাকা দিতে হইল, তখন এ টাকা আমার দেওয়া উচিত।

গঙ্গা পার হইবার সময় বায়ু প্রবল বেগে বহিতেছিল। ক্ষেত্র বাবু নৌকা আন্দোলিত হইলে ভয়ে ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিলেন। হরিশ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

হরিশের নিজ চেষ্টায় জ্ঞানোন্নতি।

হরিশ্চন্দ্র স্কুলে অতি অল্প দিন লেখা পড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য লোকের ন্যায় চাকরী পাইয়া আলস্য ও ব্যসনে সময় ও ধন ব্যয় করেন নাই। আমাদের দেশের লোকেরা চাকরী পাইলে সচরাচর লেখা পড়ার চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন, কিন্তু হরিশ তাহা করেন নাই।

বাল্যকালে অবস্থার হীনতা হেতু ভাল করিয়া লেখা পড়া করিতে পারেন নাই। এখন একটি কর্ম্ম পাইয়া অবস্থার কিছু সচ্ছলতা হওয়াতে তিনি কলিকাতা লাইব্রেরীতে (মেটকাফ্ হলে) প্রতিদিন আফিসের কার্য্য সমাপনান্তে নিয়মিত রূপে পুস্তকাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। ঐ পুস্তকালয়ে ২ টাকা মাসিক চাঁদা দিতে হইত। হরিশ তখন যে অল্প বেতন পাইতেন, তাহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া এই চাঁদার টাকা দিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা রাজকিশোর বাবু বলেন যে, হরিশ ৫ মাসের মধ্যে ৭৫ বলুম এডিনবরা রিভিউ পাঠ করেন। অনরেবল রাজা প্যারীমোহন একদা হরিশকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে এডিনবরা রিভিউ তিনি ৩। ৪ বার ভাল করিয়া পড়িয়াছেন। হরিশ দরিদ্রতা বশতঃ ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্কুল পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লেখা পড়ার চর্চ্চার স্পৃহা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মিলিটারী অডিটর জেনেরেলের আফিসে কর্ম্ম করিয়া যে সময় থাকিত সেই সময় তিনি কলিকাতা লাইব্রেরী হইতে পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। কর্ণেল চাম্পনিজ ও কলিকাতার তদানীন্তন ইন্‌কম ট্যাক্সের কমিসনার তাঁহাকে ভাল ভাল পুস্তক পাঠ করিতে দিতেন। হরিশ এই সকল পুস্তক নিয়ত বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতেন। এই সময়ে মিসনারি অগ্রগণ্য মহাত্মা ডাক্তার ডফ্ সাহেব কলিকাতায় মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। হরিশ আফিসের পর ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া নিমতলা ষ্ট্রীটে আসিয়া সেই সকল বক্তৃতা শুনিতেন। হরিশের শরীরে বিশেষ বল ছিল। তিনি সেই কারণে অনেক পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হইতেন না। তিনি দেখিতে দোহারা, ঈষৎ গৌরবর্ণ, লম্বাকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার চক্ষুর বড় শোভা ছিল। আইন তিনি ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন। শম্ভুনাথের বাটীতে এক সভা ছিল, সেই সভায় হরিশ আশ্চর্য্যরূপে আইনের পর্য্যালোচনা করিতেন। রাইজ এবং রায়তের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন যে হরিশ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক সমকক্ষ হইবেন বলিয়া বিশেষ যত্নের সহিত আইন শিক্ষা করেন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রসন্নকুমার প্রথমে হরিশের কথায় মনযোগ দিতেন না, কিন্তু কালক্রমে হরিশের আইন বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে হরিশের কথা আদরে শুনিতেন।

হরিশের বিবাহ।

পিতা মাতার অনুরোধে হরিশকে অল্প বয়সে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রথমে বালী উত্তরপাড়ার গোবিন্দচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীকে বিবাহ করেন। হরিশের ১৬ বৎসর বয়সের সময় তাহার এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র তিন বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হয় এবং ইহার পর তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার মাতা ও মাতুলের অনুরোধে তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন।

হরিশের সম্পাদকীয় কার্য্য।

মনুষ্য অবস্থার দাস, এ কথা যদিও স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি মহান্ পুরুষেরা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে কঠোর অবস্থার স্রোতকে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক জগতের কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিশাল বিঘ্ন বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য ও অশেষ যশোভাগী হয়েন। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসে লিখিত আছে। হরিশের জীবনী এই সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্থল। হরিশ যদিও পরের চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি নিজ ক্ষমতাবলে হিন্দুপেট্রিয়ট কাগজের সম্পাদক হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব কার্য্য সম্পন্ন করেন। এ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত রাজা রামমোহন রায় করেন এবং তাহার পরে স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ও অন্যান্য কৃতবিদ্যগণ সেই আন্দোলনের বিশেষ পরিপুষ্টি সাধনে যথাসাধ্য যত্নবান হয়েন। হরিশ নিজ ক্ষমতায় সেই আন্দোলনকে এক পাশ্চাত্য শক্তিতে বলীয়ান করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই সে ক্ষমতায় ক্ষমতাবান ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় রাজনীতিক বিষয় লিখিবার ক্ষমতা আজ পর্য্যন্ত বঙ্গে কাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, সকল লোকেই ইহা এখনে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেন। এই জন্যই হরিশকে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর শীর্ষ স্থানীয় বলে।

কেরাণীগিরি করিয়া, ইংরাজের ভৃত্য হইয়া এই আন্দোলনের অধিনায়ক হওয়া এখনকার কালে বড় সহজ নহে। হরিশের সময়ে যাহা সম্ভব পর ছিল, তাহা এখন অসম্ভব হইয়াছে। সে কেবল সময়ের গতির

উপর নির্ভর করে। হরিশের সময় অনুকূল ছিল। সে সময়ের সাহেবেরা উদার, মহান্ ও বিদ্যার উৎসাহী ছিলেন। রাজকর্ম্মচারীরাও দেশীয় লোকদিগের মুখে দেশের অবস্থা জানিতে চাইতেন। বিদ্বান লোকের সংখ্যা কম ছিল বলিয়া, হরিশের ন্যায় বিদ্বান লোককে সকলেই যথেষ্ট সমাদর ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। হরিশ এইজন্য রাজকর্ম্মচারী হইয়াও রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন বাধা প্রাপ্ত হন নাই। রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে নানা প্রকারে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিন্তু আজ সে সময় নাই। এখন রাজনৈতিক আন্দোলন অনেক রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে চক্ষুশূল হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান অবজারভার কাগজ যে অবস্থায় উঠিয়া গিয়াছিল, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল লব সাহেব একদা বেঙ্গলী খবরের কাগজে "ব্রিটিশ রাজ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ়। তিনি লব সাহেবকে রাজকর্ম্মচারী বলিয়া এইরূপ প্রবন্ধ লিখিতে নিষেধ করেন। কাজে কাজেই লবের লেখা বন্ধ হইল। ইণ্ডিয়ান অবজারভার কাগজে যে সকল লোক লিখিতেন, তলায় তলায় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন এজন্য ঐ কাগজ বন্ধ হইল। এখন কোন বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী খবরের কাগজে লিখিলে তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু হরিশের সময় এরূপ ছিল না। তিনি রাজকর্ম্মচারী হইয়াও যেরূপে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের দোষ গুণ বলিতেন এখন তাহা বলা একজন কেরাণীর পক্ষে সম্ভব পর নয়। সেইজন্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হরিশের সময় সানুকূল ছিল।

হরিশ কিরূপে এই ক্ষমতা উপার্জ্জন করিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

হরিশ অল্প বয়স হইতেই খবরের কাগজ পড়িতে এবং উহাতে লিখিতে ভাল বাসিতেন। হিন্দুপেট্রিয়ট গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি সমকালবর্ত্তী ইংরাজী কাগজে লিখিতে আরম্ভ করেন। ফিনিক্স, হরকরা, (যাহা এখন ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের সহিত সংলিপ্ত হইয়াছে) এবং কেং কব হরি নামক প্রসিদ্ধ সম্পাদকের অধীনস্থ ইংলিশম্যান কাগজে তিনি প্রথমে নানা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গের যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি প্রথম ইংরাজীতে

খবরের কাগজ চালাইতে লাগিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু কাশী-প্রসাদ ঘোষ সর্ব্ব প্রধান। ইহঁার একখানি খবরের কাগজ ছিল, তাহার নাম হিন্দু ইন্‌টেলিজেনসার। হরিশ এই কাগজেও লিখিতেন। ১৮৪৯ সালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর জমীদারেরা বেঙ্গল রেকর্ডার নামক এক সংবাদপত্র চালান, হরিশ এই কাগজে লিখিতে থাকেন।

১৮৫৩ সালে হিন্দুপেট্রিয়ট সংস্থাপিত হইলে হরিশ উহা একাকী লিখিবার ভার গ্রহণ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঘোষজা মহাশয়েরা এই কার্য্য হইতে ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইয়াছিলেন।

দেশের অবস্থা তখন এত শোচনীয় ছিল এবং সাধারণ শিক্ষার অভাব এত ছিল যে, খবরের কাগজের মর্য্যাদা কেহই বুঝিত না। তৎকালীয় ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা ও অন্যান্য ইংরেজ সম্প্রদায় এদেশীয় লোকের লিখিত কাগজ পড়িতে অনিচ্ছুক ছিলেন। জমীদার ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অরুচি ছিল, কৃতবিদ্যের সংখ্যা অঙ্গুলি রেখাতেই গণনা করা যাইত, সুতরাং সংবাদপত্র চালান কেবল বিড়ম্বনার কার্য্যমাত্র ছিল। লাভ করা দূরে থাকুক "ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইলেও" তাহার উপকারিতা লোকে বুঝিতে পারিত না। এই অবস্থায় হরিশ হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়া কেবল দেশানুরাগে প্রমোদিত হইয়া উক্ত কাগজ চালা-ইতে লাগিলেন। তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এই হিন্দুপেট্রিয়ট সিপাহি বিদ্রোহের সময় লর্ড কানিঙের কর্ণধার স্বরূপ হইবে। পার্লিয়েমেণ্ট সভায় পঠিত হইবে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মুখপাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্বোক্ত শোচনীয় অবস্থায় হিন্দুপেট্রিয়ট চলিতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্র বিনা পারিশ্রমিকে প্রতি সপ্তাহে রাত্রি জাগরণ করিয়া কাগজ লিখিতে লাগিলেন। গ্রাহকের সংখ্যা অতি কম ছিল। ১০০ কিম্বা ১২০ গ্রাহক ছিল কি না সন্দেহ। সেই সময়ে খবরের কাগজের মাশুল প্রতি সপ্তাহে ৵০ আনা করিয়া লাগিত, এবং ইহার অগ্রিম দেয় মূল্য ১০৲ টাকা। এই অবস্থায় হিন্দুপেট্রিয়ট কয় বৎসর চলিল, পরে উহার মালিক বাবু মধুসূদন রায় এই ভূতের বোঝা বহিতে অনিচ্ছুক হইলেন, এবং সেই সময়ে তিনি পীড়িত হইলে হিন্দুপেট্রিয়ট বিক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলেন। হরিশ মধু বাবুর নিকট হইতে বহুকষ্টে হিন্দুপেট্রিয়ট খরিদ করিলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট ক্রয় করিয়া

জ্যেষ্ঠ হারাণ বাবুকে উহার ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। হিন্দুপেট্রিয়ট তখন প্রতি বৃহস্পতিবারে ভবানীপুর হইতে বাহির হইতে লাগিল। ভবানীপুরের সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট দেশের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হইল বটে, কিন্তু উহার আয় হইতে কিছুতেই ব্যয় পোষাইত না। হরিশ পরের সাহায্য লইয়া কাগজ চালাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। তিনি বলিতেন, কাগজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে, পরপ্রত্যাশী হওয়া ভাল নয়। সে সময়ের প্রসিদ্ধ জমীদার পাইকপাড়ার রাজা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বড় দেশহিতৈষী ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি হিন্দুপেট্রিয়েটের দুরবস্থা দেখিয়া অর্থ সাহায্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু হরিশ অর্থ লোভে লোভী হইবার লোক ছিলেন না। হিন্দুপেট্রিয়টের ছাপা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। অক্ষর পুরাতন হওয়ায় ইহার ছাপা ভাল হইত না, এবং হিন্দুপেট্রিয়ট সময়ে সময়ে বিকৃতভাবে খারাপ কাগজে ছাপা হইতে লাগিল। হরিশচন্দ্র আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিবার লোক ছিলেন না। পাছে পরের ধন লইলে তাহার মনোমত কথা হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিতে হয় এই ভয়ে অর্থ সাহায্য লইতে পরাঙ্মুখ রহিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা সম্পাদক বড় বিরল। লোকের মুখাপেক্ষা করিয়া কিংবা দেশের কুরুচির প্রশ্রয় দিয়া অর্থলোভের ইচ্ছা আদৌ তাঁহার ছিল না। আত্মসম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের যাহাতে প্রকৃত হিত হয়, তাহাই তিনি কাগজে লিখিতেন। স্বাবলম্বন তাঁহার জীবনের প্রধান মন্ত্র ছিল। এই নিয়মে হিন্দুপেট্রিয়ট কিছু দিন চলিল, পরে উহার অক্ষর বড় খারাপ হইলে রাজা প্রতাপচন্দ্র নূতন টাইপ খরিদ করিয়া দেন।

দুর্ভাগ্য বশতঃ হরিশের লিখিত হিন্দুপেট্রিয়ট এখন আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না। ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনে কিংবা মেটকাফ হলে ১৮৫৩ হইতে ১৮৫৬ পর্য্যন্ত এই চারি সালের হিন্দুপেট্রিয়ট রাখা হয় নাই। সুতরাং এই সময়ে তিনি কিরূপে কোন্ কোন বিষয়ে ঐ কাগজ লিখিয়াছিলেন, তাহা জানা অত্যন্ত কঠিন। ১৮৫৪ সালে হিন্দুপেট্রিয়টে "হিন্দু ও ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনা" এই মুদ্রকে একটি পাণ্ডিত্যপরিপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হয়। ইহাতে হরিশ এত পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন যে, তৎকালীন ইংরাজ সম্পাদকগণ এই প্রবন্ধের উচিত উত্তরদানে

অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার যে সকল দোষ আছে তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করা হয় এবং হিন্দুদিগকে যে অর্দ্ধ সভ্য বলিয়া সময়ে সময়ে সাহেবেরা গালি দিতেন তাহার উত্তর প্রদান করা হয়। আর একবার তিনি বাঙ্গালীর "ধর্ম্মঘট" ও ইংরাজ মজুরদিগের চক্রান্ত প্রণালী (যাহাকে ইংরাজীতে Strikes বলে) তৎসম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তাঁহার পাশ্চাত্য ও এ প্রদেশীয় সমাজ-নীতির সম্বন্ধে যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হয়।

এই সময়ে লর্ড ডালহৌসী ভারতের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। ইনি ১৮৫৬ খৃঃ অযোধ্যা রাজ্য খাস করিয়া লয়েন। জেনারল আউটরাম তখন লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট ছিলেন। রাজা ওয়াজিদ আলিকে মেটেবুরুজে ১২ লক্ষ টাকা বার্ষিক পেন্‌সন দিয়া রাখা হইল। অত্যাচারী দেশীয় রাজার অধীনে থাকার অপেক্ষা ইংরাজ-শাসনে প্রজার বেশী সুখ হইবে এই ধুয়া তুলিয়া, গবর্ণর জেনেরল ঐ বৃহৎ রাজ্য খাস করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৪৯ সালে সেতারার রাজা অপত্যশূন্য হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাহার মৃত্যুকালীন দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার উইল রদ করিয়া ঐ রাজ্য ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। ১৮৫৩ সালে ঝান্সী রাজ্য ও তৎপরে নাগপুর খাস ঐরূপে করা হইল। হরিশ হিন্দুপেট্রিয়টে এই সকল কার্য্যের দোষ দর্শাইয়া লর্ড ডালহৌসীর শাসন প্রণালীর অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিয়া ছিলেন। এই সময়ের হিন্দুপেট্রিয়ট এখন আর পাওয়া যায় না বলিয়া এ সকল বিষয়ে আমাদের বেশী বলিবার উপায় নাই।

সিপাহী যুদ্ধ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ব্রিটিস রাজ্যের শান্তিপূর্ণ কুশলময় আকাশে হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ উঠিল। ঐ মেঘ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া যে ঘোর অনিষ্ট উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহা পাঠকগণ জানেন। ১০ই মে রবিবার অপরাহ্নে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মিরট নামক স্থানে সিপাহীগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ উপস্থিত করিল। মিরট হইতে দিল্লী, দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ কাণপুর অন্যান্য স্থানে এই যুদ্ধানল অবলম্বনে প্রজ্জলিত হইল। সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ ইহাতে যোগ দিল। ইহারা পূর্ব্বেই নানা

কারণে ইংরেজ শাসনের উপর বিরক্ত হইয়াছিল। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যশাসন কালে অযোধ্যা সেতারা, ঝান্সী, নাগপুর প্রভৃতির দেশীয় রাজা দিগের অধিকার ভুক্ত স্থান সকল খাস করাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ভীত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। পরে এই অসন্তোষ অন্যান্য কারণে দৃঢ়ীভূত হইল।

সৈনিক দলে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর সম্মানের পদ লোকের পাওয়া অসম্ভব হইল। অন্যান্য চাকরীও পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল। এই সিপাহীগণের বলে ব্রিটিস সিংহ পঞ্জাবকেশরী রণজিতসিংহের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাহাদের এ অভিমান থাকিলেও পূর্ব্বের ন্যায় আর সম্মান পাইত না। অযোধ্যার সিপাহী অনেকেই নিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন। এমন সময়ে এক জনরব উঠিল যে, চর্ব্বিবিশিষ্ট টোটা তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে হইবেক। সে চর্ব্বি, যে সে চর্ব্বি নহে, ইহা গোরু ও শূকরের চর্ব্বি। সুতরাং মুসলমান ও হিন্দু উভয় দলেই ভাবিল যে, ইংরাজেরা প্রকারান্তরে তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মূর্খতা নানা অনিষ্টের প্রসূতি। কাজে কাজেই তাহারা না বুঝিয়া পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখায় লম্ফ প্রদান করে, সেইরূপ ইংরেজ রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। যেখানে ইংরাজ দেখিল, সেই স্থানে তাহার প্রাণ হত্যা করিল, ক্রমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল শ্মশান তুল্য হইল। ইংরেজরা বৈরনির্যাতনে ত্রুটি করিলেন না। পরস্পরের অত্যাচারে দেশ এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। গৃহদাহ, স্ত্রীহত্যা, অসহায় বালক বালিকা হত্যা, নগরলুণ্ঠন প্রতিদিন ঘটিতে লাগিল। অত্যাচার করিলে অত্যাচার করিতে হয়, ইহা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ। এ স্বভাব সভ্যতা ও অসভ্যতার তারতম্য ভেদে বেশী কমি হইতে পারে বটে কিন্তু সিপাহী যুদ্ধে সভ্য ইংরেজ যে অসভ্য হিন্দুস্থানীর অপেক্ষা কম অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে প্রমাণ হয় না।

এইরূপে দেশের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা এ স্থানে অসম্ভব। এই সঙ্কটপরিপূর্ণ অবস্থায় হরিশ্চন্দ্র যে এ দেশীয়-দিগের কি উপকার করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে বর্ণনা করিব। এ দেশের সাহেবেরা যে, কিরূপ ভীত হইয়াছিলেন, তাহা সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক খবরের কাগজে লিখিত আছে যে, যখন সিপাহিযুদ্ধের সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিল, তখন অনেক সাহেবের মেমেরা

ভয়ে গঙ্গার উপরে জাহাজে গিয়া রহিলেন। সকল সাহেবের পকেট কিংবা হাতে সর্ব্বদা পিস্তল ও বন্দুক থাকিত। বন্দুক না লইয়া কেহ ঘরের বাহির হইত না। সকলেই ভয়ে অস্থির। শঙ্কা উপস্থিত হইলে শঙ্কার কারণ নিবারণে মনুষ্য ব্যস্ত হয়। সুতরাং ইংরাজেরা এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন যে, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের দেশীয় লোকদিগের নিকট অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হউক। মুসলমানগণের মহরম পর্ব্ব সন্নিকট হইলে ইংরেজদিগের আতঙ্ক অধিকতর বৃদ্ধি হইল। কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের সেসনের কার্য্য শেষ হইলে কলিকাতার গ্রাণ্ড জুরীর প্রধান সাহেব (Foreman) জে, এইচ, ফর্গুসন সাহেব আদালতকে অনুরোধ করিলেন যে তাঁহাদের একটী প্রস্তাব বড় লাট সাহেবের কাছে পাঠাইতে হইবে। সুপ্রীম কোর্টে যে সকল অপরাধের বিচার হইত, যদি জুরী দেখিতেন যে, সেই অপরাধে সমাজের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে উহার প্রতিবিধান জন্য গবর্ণর জেনেরলের নিকটে কোনরূপ প্রস্তাব করিবার উক্ত জুরীর অধিকার ছিল। ইহাকেই ইংরেজীতে power of presentment বলে। এই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে আগামী মহরমে তাঁহাদের জীবনের আশঙ্কা অধিক বোধে তাঁহারা লাট সাহেবকে অনুরোধ করিতেছেন যে, কলিকাতার সমস্ত দেশীয় লোকের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হউক, এবং অস্ত্র রাখিবার বিষয়ে আইন বিধিবদ্ধ করা হউক। মহাত্মা হরিশ এ সম্বন্ধে এই আপত্তি করিলেন যে, গ্রাণ্ড জুরীর উক্ত রূপ ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহারা ঐ ক্ষমতানুসারে এতদ্দেশীয়দিগের অস্ত্র কাড়িয়া লইবার ও অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিবার সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিতে পারেন না। গ্রাণ্ড জুরী উপস্থিত স্থলে আপনাদের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছেন। লাট সাহেব ও তাঁহার সদস্যগণ গ্রাণ্ড জুরীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। এই সময়ে লাট সাহেবের সভার জে; ডোরিন, বার্ণিজ পীকক (যিনি পরে হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস হইয়াছিলেন,) এবং জে, লো সাহেব সদস্য ছিলেন। ইহাতে সাহেবেরা লাট সাহেবের উপর অনেক অসন্তুষ্ট হইলেন ঃ

খবরের কাগজ ইংরাজদিগের বড় আদরের বস্তু। ইহার আদর ও ক্ষমতা বিলাতে এত বেশী যে ইহাকে রাজ্যের চতুর্থাঙ্গ বলে। কোন সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, কিম্বা কোন

আইন বিধিবদ্ধ বা রদ্ করিতে হইলে, দেশের রুচির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, দেশের আচার ব্যবহার ধর্ম্মপ্রণালী পরিবর্ত্তন বা উন্নতি-সাধন করিতে হইলে সংবাদপত্রে জনসাধারণের মত প্রতিবিম্বিত হয়, এবং তদ্বারা শাসনকর্ত্তাদিগের মত পরিচালিত হয়। আমাদের দেশের অবস্থা শাসনকর্ত্তারা অনেক সময়ে জানিতে পারেন না। এমন অবস্থায় আমাদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার ও অবিচার করা হইয়াছিল, তাহা শাসনকর্ত্তা-দিগকে না জানাইলে হয়ত দেশের বহুপ্রকারে ক্ষতি হইত। সাহেবেরা এই ঘোর বিপত্তির সময়ে দলবদ্ধ হইয়া আপনাদের কাগজে বিদ্রোহী-দিগের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশিত করিতে লাগিল, এবং বৈর নির্যাতনের বিবিধ উপায় অবলম্বন মানসে গবর্মেণ্টকে দয়া ধর্ম্ম শূন্য হইতে বলিল। এই সময়ে হরিশ একাকী এই সকল লোকের কল্পিত মিথ্যা বাক্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এখনকার মত সে সময়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালী কাগজের ছড়াছড়ি ছিল না তখন কৃষ্ণদাস ও শম্ভু শিক্ষানবিসী করিতে ছিলেন, নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ও শিশির বালক, কাজে কাজেই দেশের পক্ষ হইয়া দুইটা কথা বলে এমন লোক অধিক ছিল না। এমন অবস্থায় হরিশ যে এদেশের কি উপকার করিয়াছিলেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। লর্ড ক্যানিং ও তাঁহার সদস্যগণ হরিশের লিখিত প্রস্তাব সকল পাঠ করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া ছিলেন। কাগজে বেশী চীৎকার না করিতে পারিলে কোন বিষয়েই জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সাহেব ও ফিরিঙ্গিগণ দলবদ্ধ হইয়া—দিন দিন নূতন বিষয়ে দেশীয়দিগের স্বত্বাধিকার লোপ করিবার মানসে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের পক্ষ হইয়া বড় বড় খবরের কাগজ সকল হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া, ইংলিস্‌ম্যান, ফিনিক্স, হরকরা এক বাক্যে ইংরেজ পক্ষ হইয়া এতদ্দেশীয়দিগের উপর কোন সৎবিচার ও ক্ষমা প্রদর্শন না করা হয়, এতদ্বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইল। সে সময়ে এদেশের পক্ষ হইয়া দুইটা কথা বলে, এমন লোক ছিল না। হরিশ একাকী হিন্দুপেট্রিয়টে স্বদেশের অহিতকর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোর কলমে লিখিতে লাগিলেন। যখন ইংরেজেরা কলিকাতার অধিবাসীদিগকে নিরস্ত্র করিতে পরামর্শ দিলেন তখন হরিশ্চন্দ্র দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার অমূলকতা দেখাইয়া দেন। লর্ড ক্যানিং তখন আমাদের দেশের বড় লাট, ও সেসিল বিডন

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ছিলেন। ইহাঁরা হরিশকে শ্রদ্ধা করিতেন। হরিশ লর্ড ক্যানিঙের কার্য্যপ্রণালীর পোষকতা করিতে লাগিলেন।

লর্ড ক্যানিং নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া এদেশীয়দিগের ধর্ম্মে গবর্ণমেণ্ট কখনই হস্তক্ষেপ করেন নাই ও করিবেন না ইহা বলিয়া লোকদিগকে আশ্বস্ত করেন :

নং ৯৫২।

হোম ডিপার্টমেণ্ট ১৬ই মে ১৮৫৭।

লাট সাহেবের ঘোষণা পত্র।

লাট সাহেব মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সহ দেশীয় সৈন্যগণকে সতর্ক করিতেছেন যে কোন কোন রেজিমেণ্টের লোকেরা এইরূপ রটাইয়া দিয়া লোকের মনে সন্দেহ উৎপন্ন করিয়াছে, যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ধর্ম্ম ও জাতি নষ্ট করিতে মানস করিয়াছেন। ইহা অলীক ও মিথ্যা কথা।

লাট সাহেব ও সদস্যগণ জানিয়াছেন যে, এই সন্দেহ, কুঅভিসন্ধি-বিশিষ্ট দুষ্ট লোকেরা কেবল সৈন্যমধ্যে নহে জনসাধারণ মধ্যেও বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে।

লাট সাহেব ইহা জানিয়াছেন যে, এই বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ ও অন্যান্য প্রজাগণের বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য কার্য্য করিতেছেন এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনার্থে তাহাদিগকে নানা উপায়ে জাতিচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

এই সকল মিথ্যা বাক্য দ্বারা অনেকে প্রতারিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার লাট সাহেব সকল শ্রেণীর প্রজাগণকে সাবধান করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন এইরূপ অলীক বাক্যে প্রতারিত না হন।

লাট সাহেব সকল শ্রেণীর প্রজাগণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও ধর্ম্মভাব বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন।

লাট সাহেব ঘোষণা করিতেছেন যে, ঐ সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে ত্রুটি করিবেন না, তিনি পুনর্ব্বার [illegible] বাক্যে ঘোষণা করিতেছেন, যে গবর্ণমেণ্ট কখনই কোন ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এবং

সকল শ্রেণীর প্রজাগণের ধর্ম্মরক্ষা ও জাতীয় কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই ও করিবেন না।

লাট সাহেব ও তাঁহার সদস্যগণ কখন প্রজাবর্গকে প্রতারণা করেন নাই, এবং তজ্জন্য তিনি প্রজাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা এই সকল বিদ্রোহ সূচক মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস না করেন। যাঁহারা এপর্য্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ রাজভক্তি ও সদাচরণে গবর্মেণ্টের অনুরক্ত রহিয়াছে এবং গবর্মেণ্ট সকলকে রক্ষা করেন, ও সকলের প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন বলিয়া যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, উপস্থিত ঘোষণাপত্র তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রচারিত হইল।

লাট সাহেব এই সকল প্রজাকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা দুষ্ট বিশ্বাসঘাতকের কথা শুনিয়া বিপদে ও লজ্জায় পড়িবার পূর্ব্বে যেন সাবধান হইয়া বিবেচনা করেন।

সিসিল বিডন।
সেক্রেটরী।
মে ২১, ১৮৫৭।

হরিশ এই ঘোষণাপত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লাট সাহেব কানিংয়ের পক্ষসমর্থন করেন। ইংরাজ সম্পাদকগণ ইহাকে ভীরুতার পরিচায়ক বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন।

ক্রমে দিন দিন বিদ্রোহানল প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইল। সমস্ত অযোধ্যা রহিলখণ্ড, মধ্য ভারতবর্ষ ও বেহারের কতিপয় স্থান উচ্ছৃঙ্খল হইল। কাজে কাজেই দিন দিন সাহেবদিগের ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ও দেশীয়লোকদিগের বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ করিতে লাগিলেন। অগত্যা গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৭ সালে ১৩ই জুন এক বৎসরের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের ১৫ আইন পাস করিলেন। এই আইনে ইংরাজ ও দেশীয় সম্বাদপত্রের সমভাবে স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইল। ইংরাজেরা এই কারণে লাট কানিংয়ের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। ইহার পরেই ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া নামক পত্রিকায় "পলাসী যুদ্ধের শত বার্ষিক সমাপ্তি" নামক এক প্রবন্ধ বাহির হইল। ইহাতে দেশীয়দিগের উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ঐ কাগজের স্বত্বাধিকারীকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়া পুনর্ব্বার এরূপ মনান্তরসূচক প্রবন্ধ না লেখা হয়, তাহার জন্য অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন।

লিখিত আছে যে, এই প্রবন্ধের লেখক মিঃ হেনরি মিড ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিলেন। হেনরি মিড ইতিপূর্ব্বে দিল্লি গেজেট নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ইনি কলিকাতার গঙ্গায় পার হইবার সময় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই সময়ে কলিকাতার সাহেবেরা সমস্ত বঙ্গে মার্সিয়াল আইন জারী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন। মার্সিয়াল আইন জারী হইলে বিদ্রোহকারীদিগের বিচার সাহেবেরা স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। হরিশ এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"আমরা কখনই বিশ্বাস করি নাই যে কলিকাতার ইংরাজদিগের কথায় গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিবেন, যে বঙ্গের শাসনকর্তৃত্ব বলশূন্য হইয়াছে, এবং বঙ্গে অদ্য অরাজকতা বিরাজ করিতেছে। বঙ্গের লোকেরা এই বিদ্রোহ বশতঃ অনেক কষ্ট সহ্য করিতেছে. বাণিজ্য বন্ধ হইয়া দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, রাজনৈতিক উন্নতির আশার পথে কণ্টক পড়িয়াছে, সামাজিক উন্নতি কিয়ৎদিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে—অদ্য বঙ্গবাসী পরের দোষে এই সকল কষ্ট ভোগ করিতেছে—এবং এই ক্লেশের পিণ্ডাস্তে পিণ্ড শেষ করিবার জন্য সাহেবেরা আমাদিগকে আইনবহির্ভূত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন।"

এই সময়ে এ দেশীয়দিগের প্রতি সাহেবদিগের কিরূপ বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহা সেই সময়ের সংবাদপত্র পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। মনুষ্য রাগে উন্মত্ত হইলে যে জ্ঞান শূন্য হয় তাহার প্রমাণ এই স্থলে পাওয়া যায়।

ইংলিসম্যান কাগজ বলিতে লাগিলেন যে এই সময় হইতে দেশের সকল প্রকার ক্ষমতা ইংরেজদিগের হস্তে বিন্যস্ত হউক। হরকরা পত্রিকা বলিলেন যে নিম্নতর কর্ম্ম সকল ইংরেজদিগকে দেওয়া হউক এবং ফিরিঙ্গী ফিরিঙ্গীদিগের পক্ষ হইয়া সকল চাকরই তাহাদিগকে দিতে বলিলেন।

লর্ড ক্যানিং তাঁহাদের আক্রমণের লক্ষ্য স্বরূপ হইলেন। তিনি যাহা করিতে লাগিলেন, তাহাতেই দোষারোপ করিতে লাগিল। সাহেবেরা এক সভা করিয়া তাহার নাম ইণ্ডিয়ান রিফরম লিগ রাখিলেন। এই লিগ অর্থাৎ সভা হইতে লর্ড ক্যানিংকে অপমানের সহিত ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাহারা বিলাতে দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু সে দরখাস্তও লর্ড

এপেলনরো না মঞ্জুর করিলেন। ইহাতে তাহাদের আর কোর্টের পরিসীমা রহিল না।

হরিশ এই সঙ্কট সময়ে লর্ড ক্যানিংয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া দেশের যে কি উপকার করিয়াছিলেন তাহা এক মুখে বলা যায় না।

লর্ডক্যানিং হরিশের সহায়তা পাইয়া যে এই ভীষণ সময়ে ধর্ম্মভাবে দয়া দাক্ষিণ্যের সহিত বিদ্রোহ দমন করিতে পারিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রাতঃকালে উঠিয়া হিন্দু-পেট্রিয়ট পাঠ করিবার জন্ম নিতান্ত উৎসুক হইতেন। কাগজ আসিতে দেরী হইলে সময়ে সময়ে নিজে লোক প্রেরণ করিয়া উহা আনাইয়া লইতেন। পার্লমেণ্ট সভায় যখন এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হয় তখন লর্ড গ্রান-বিল হরিশের লিখিত প্রস্তাব সকল পাঠ করিয়া লর্ড ক্যানিংয়ের রাজ-নীতির সমর্থন করেন।

এই বিবাদের সময়ে ইংরেজদিগের হুহুঙ্কার নাদে ক্যানিংকে সময়ে সময়ে ইংরেজ অনুকূল আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এ দেশীয়গণ বিনা অনুমতিতে অস্ত্র রাখিতে পারিবেন না ইহা জারি হইল, রাজদ্রোহী সংলিপ্ত অবৈধ কার্য্যের প্রতীকার অভিপ্রায়ে ১৬ আইন পাস হইল। এই আইন বঙ্গে যাহাতে জারী না হয় তাহার জন্য হরিশ বৃথা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৬ আইন যে কেবল রাজবিদ্রোহসূচক গর্হিত কার্য্যের প্রতিবিধান জন্ম বিধিবদ্ধ হয় এমন নহে। ইহাতে ঘরজ্বালানি, ডাকাইতি দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি অবৈধ কার্য্যের শাস্তি দিবার জন্ম বিশেষ নিয়ম করা হয়। হরিশ এই সকল নিয়মের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন সাধারণ ফৌজদারী আদালতে এই সকল দোষের বিচার হওয়া উচিত, অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের হস্তে এ ভার অর্পণ করা উচিত নহে।

বিদ্রোহ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হরিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে লিখিতে থাকেন। রাজকর্ম্মচারীরা যখন যে আইনবহির্ভূত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হরিশ হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিয়া ক্যানিংয়ের গোচর করিতেন। এই ঘোর বিপ্লবের সময়ে সকল বিষয়েই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে মন মিল ছিল না। গ্রাণ্ট সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সেই সময়ে ছোট লাট ছিলেন। তিনি একদা ঘোষণা করেন যে, বিদ্রোহীদিগের প্রাণদণ্ড বড় লাটের বিনা অনুমতিতে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। জেনারেল নীল

সাহেব ইহা অবজ্ঞা করিয়া বিদ্রোহী ও অন্যান্য লোকদিগকে যথেচ্ছা হত্যা করিতে আজ্ঞা দেন। হরিশ এই সম্বন্ধে পেট্রিয়টে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে অনুবাদ করা গেল।

"গ্রান্ট সাহেবের হুকুম যদি বড় লাট বজায় না রাখেন তবে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্থানান্তরিত করা ভাল। আর যদি জেনারেল নীল সাহেবের বৈরনির্যাতন প্রণালী ও এ দেশীয়দিগের সম্পূর্ণ ধ্বংশ করিবার অভিপ্রায়ে কার্য্য করা হয় তবে লাট ক্যানিং ও তাঁহার সদস্যগণ কতিপয় কসাইদারের হস্তে রাজ্য ভার প্রদান করিয়া এ দেশ হইতে বিদায় চলিয়া যান। কিন্তু যদি তাঁহারা ভারতকে এখন ব্রিটিস রাজ মুকুটের মণি স্বরূপ জ্ঞান করেন, তাহা হইলে করুণা দেবতা (Them-) যুদ্ধ দেবের স্থান অধিকার করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগকে অশেষ ধ্বংশ হইতে রক্ষা করুন।"

পাঁচেতের রাজা ও হরিশ্চন্দ্র।

এই ঘোর বিপ্লবের সময়ে উক্ত রাজার নামে পাটনার কমিসনার রাজবিদ্রোহী বলিয়া অপবাদ দেন। তাঁহার বিচার সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ হরিশকে ৫০ টাকা পুরস্কার দিব এই লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে রাজার পক্ষ হইয়া পেট্রিয়টে লিখিতে বলেন। কারণ অর্থ লোভে লোভী হইবার লোক ছিলেন না। তিনি ঐ টাকা ফেরত দিয়া তাহাদিগকে বলেন যে তিনি রাজার পক্ষ হইয়া যথাসাধ্য পেট্রিয়টে লিখিবেন। পাঠকগণ বোধ হয় হলওয়ে সাহেবের নাম জানেন। ডাক্তার হলওয়ে সাহেবের পিল্ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই ডাক্তার মহাশয় একদা প্রসিদ্ধ ইংরাজী নাটক লেখক চার্লস ডিকেন্স সাহেবকে ১০০০০ টাকার নোট পাঠাইয়া দিয়া বলেন যে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ নাটক মধ্যে হলওয়ে সাহেবের নাম সন্নিবেশিত করিবেন। ডিকেন্স হলওয়ে সাহেবের পত্রের উত্তর না দিয়া, কিম্বা তৎসম্বন্ধে কিছু গোলযোগ না করিয়া, উক্ত টাকা ফেরত দেন। ইংরেজ মণ্ডলী মধ্যে ডিকেন্স সাহেবের এই শুভ দৃষ্টান্ত যেরূপ প্রীতিকর বঙ্গসমাজে হরিশের দৃষ্টান্তও সেইরূপ। বঙ্গে এই দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় হউক ইহাই আমাদিগের আশা।

১৮৫৭ সালের ৩১ জুলাই গবর্ণর জেনারল আর একখানি ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন। বিদ্রোহী ও অন্যান্য লোকদিগের প্রতি অযথা

কঠোর নিয়ম প্রয়োগ না করা হয় তাহার জন্য রাজ কর্মচারীদিগকে অনুরোধ করেন। এই ঘোষণা পত্র বাহির হইলে ইংরেজগণ লাট ক্যানিংকে (Clemency) অর্থাৎ "দয়াশীল" ক্যানিং বলিয়া বিদ্রূপ করেন। এ দেশীয় অপরাধী ও নিরপরাধী ব্যক্তি মাত্রের প্রতি ইংরেজগণ খড়্গাহস্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই ঘোষণা পত্রে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। হরিশ এই সঙ্কট সময়ে উক্ত ঘোষণা পত্রের সমর্থন করেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে কিয়দংশ অনুবাদ করা গেল।

"বিদ্রোহ দমন অভিপ্রায়ে প্রতিহিংসার কার্য্য যে অন্যথা রূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে এ বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই। সভ্য গবর্ণমেণ্টের রাজকর্ম্মচারীগণেরা যে এইরূপ অবৈধ উপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবেন ইহা আমরা মনে করি নাই। কেবল আলাহাবাদ নগরে ৬ই জুন হইতে ১৬ই জুলাই পর্য্যন্ত ৮০০ লোকের ফাঁসী হইয়াছে। একজন শীক সৈন্য হত হওয়াতে ঐ নগরের লোকদিগের উপর অত্যাচার মানসে শীক সৈন্যদিগকে আদি হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। কাশী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত যতদূর ব্রিগেডিয়ার নীল সাহেব গমন করিয়াছেন, সেই স্থানেই রাশী রাশী শবদেহ বিশিষ্ট গ্রাম সকল লক্ষিত হইয়াছিল। ঐ সকল গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে কিছুমাত্র বাধা দেয় নাই। সৈন্যগণ যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল তাহার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সৈন্যদিগকে রীতিমত বশে ও শাসনে রাখিলে এইরূপ হইতে পারিত না। গঙ্গার উভয় পার্শ্বে কেবল ভগ্ন গৃহশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়।"

এই সকল অত্যাচার নিবারণ এই ঘোষণা পত্রের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার স্থূল স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

রাজবিদ্রোহ কিয়ৎ পরিমাণে দমন হইয়া শান্তি পুনঃ সংস্থাপনের পর রাজদ্রোহীদিগের প্রতি কঠোর নিয়মে দণ্ডবিধির আইন সকল চালনা করিলে লোক সকল হয় ত নিরুপায় হইয়া দলবদ্ধ এবং রাগান্বিত হইয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। এরূপ ফল উৎপন্ন হইলে রাজ্যের কুশল সংস্থাপন করা অতীব কঠিন হইবে। রাজ বিদ্বেষও ক্রমশ বৃদ্ধি হইবে। অতএব এইরূপ যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য রাজকর্ম্মচারীদিগকে লাট সাহেব অনুরোধ করেন যে তাঁহারা ক্ষমা ও ঘৃণার সহিত সাবধানে যেন আইন চালনা করেন। গ্রাম ও নগর সকল দগ্ধ

করা নিষেধ করা হইয়াছিল। সিপাহী সৈন্য ইংরেজ রেজিমেণ্ট পরিত্যাগ অপরাধে দণ্ডিত হওয়াও নিষেধ করা হইয়াছিল।

হরিশ এই ঘোষণা পত্রের যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লর্ড ক্যানিংয়ের সমর্থন করিয়াছিলেন এমন নহে। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে শান্তি পুন সংস্থাপনের জন্য যে সকল ঘোষণা পত্র বাহির হয় তাহারও পক্ষ সমর্থন করেন।

ক্রমে ভগবানের কৃপায়, ও লর্ড ক্যানিংয়ের দয়া দাক্ষিণ্য গুণে বিদ্রোহ দমন হইল। সুখময়ী শান্তির কোমল মুখ ছবীর প্রভা ভারতে পুনঃ প্রকাশ পাইল। পার্লেমেণ্ট সভায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারত রাজ্য শাসনভার মহারাণীর হস্তে ন্যস্ত হইবার প্রস্তাব হইল। এই প্রস্তাবের পোষকতায় ইণ্ডিয়া বিল পার্লমেণ্ট সভায় আলোচিত হইল। হরিশ এই সময়ে ১৮৫৮ সালে এই বিলের পক্ষে বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বড় বড় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। পরে রাণী স্বয়ং ভারত রাজ্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে যে ঘোষণা পত্র বাহির হয় তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এই ঘোষণা পত্র আমাদের ম্যাগনাচার্টা স্বরূপ।

শ্রীল শ্রীযুক্তা মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র।

আলাহাবাদ ১৮৫৮ সাল, ১লা নবেম্বর সোমবার।

শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অনুগ্রহসূচক এই ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষের রাজগণও সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতবর্ষের সকল রাজা, সর্দ্দার, ও সর্ব্বসাধারণ লোকের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণাপত্র।

আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহে, গ্রেটব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের এবং ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশের অন্তঃপাতী ঐ সংযুক্ত রাজ্যের যে সকল স্থান ও লোক আছে, তৎসমুদয়ের অধীশ্বরী ও ধর্ম্মরক্ষিকা।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল কার্য্যের ভার এতৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের সপক্ষে কোম্পানী বাহাদুর নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, সেই ভার পার্লেমেণ্ট রাজসভার পরমার্থিক ও সাংসারিক লর্ড সাহেব ও কমন্স সাহেব

মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতি ক্রমে, আমরা নানাবিধ গুরুতর কারণে আপনারাই গ্রহণ করিতে স্থির করিয়াছি।

অতএব আমরা এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সকল লোককে জানাইতেছি ও প্রকাশ করিতেছি যে, আমরা পূর্ব্বোক্ত সভার সভ্যগণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে উক্ত দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি; উক্ত দেশের মধ্যে আমাদের যে সকল প্রজা আছে, তাঁহাদিগকে এই আদেশ করি যে তাঁহারা সকলেই বিশ্বস্ত হইবেন, ও আমাদের ও আমাদিগের উত্তরাধিকারীগণের নিকটে রাজভক্তি প্রদর্শন করিবেন, ও আমাদিগের উক্ত দেশের কর্ত্তৃত্বকার্য্যে আমাদিগের পক্ষ হইয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য আমরা ইহার পরে, সময়ে সময়ে, যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা উচিত জ্ঞান করি, তাঁহাদের আজ্ঞার বশে থাকিবেন।

আরও আমরা আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য ও স্নেহপাত্র পরিজন ও মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চার্লস জন ভাইকাউন্ট ক্যানিং সাহেবের ভক্তিগুণ, ক্ষমতা ও সদ্বিবেচনার উপর বিশেষরূপে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া, তাঁহাকে অর্থাৎ উক্ত শ্রীযুক্ত ভাইকাউন্ট ক্যানিং সাহেবকে আমাদের উক্ত দেশের প্রথম প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল করিয়া আমাদের নামে উক্ত দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য করিবার ও আমাদের নামেও সপক্ষে সাধারণ মতে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। কিন্তু আমাদের রাজ্যের প্রধান একজন সেক্রেটারি সাহেবের দ্বারা যে আজ্ঞা ও বিধি সময়ে সময়ে আমাদের নিকট হইতে পাইবেন তিনি তাহা বলবৎ মানিয়া কার্য্য করিবেন।

কোম্পানী বাহাদুরের অধীনে দেওয়ানী ও সৈনিক কর্ম্মে যে সকল লোক যে যে পদে এইক্ষণে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা স্ব স্ব পদে বাহাল রাখিলাম, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাদের যে কোন বাসনা ইহার পর প্রকাশ হইবে, ও যে সকল আইন ইহার পর বিধিবদ্ধ করা যাইবে, তাহা বলবৎ মানিয়া কার্য্য [illegible] হইবে।

ভারতবর্ষীয় রাজগণকে এই কথা জানাইতেছি যে কোম্পানী বাহাদুরের দ্বারা, কিম্বা তাঁহাদের দত্ত ক্ষমতানুসারে ঐ রাজগণের সঙ্গে যে সকল সন্ধি ও প্রতিজ্ঞাদি করা হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিলাম ও তাহা অবিকল রূপে বজায় রাখিব, এবং আজন্যবর্গ তদনুসারে যথাবিহিত কার্য্য করিবেন ইহা আমরা আশা করি।

এইক্ষণে ভারতবর্ষে আমাদের যত অধিকারভুক্ত স্থান আছে তদপেক্ষা আর অণুমাত্র দেশও অধিকার করিতে চাহি না। পরন্তু আমাদের অধিকারে যে সকল দেশ আছে, এবং সেই সকল দেশে যে স্বত্ব আছে তাহার উপর আক্রমণের কেহ উদ্যোগ করিলে, আমরা অবশ্য তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিব, ইতিমধ্যে অন্য রাজগণের অধিকারের কি স্বত্বের উপর আক্রমণে অভিমতিও দিব না। আমরা নিজের স্বত্ব ও গৌরব, সম্ভ্রম যেমন মান্য করি, সেইরূপ ভারতবর্ষীয় রাজগণের স্বত্বাদিও মান্য করিব। আভ্যন্তরিক শান্তি ও সুশাসনগুণে যে সামাজিক ও অন্যান্য সুখ সমৃদ্ধি উৎপন্ন হয়, আশা করি আমাদের নিজের ও অন্যান্য রাজগণের প্রজাগণ তাহা ভোগ করিবেন।

রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার প্রতিজ্ঞাতে যেমন অন্য সকল প্রজার নিকটে আমরা বদ্ধ আছি, তেমনি আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রজার নিকটেও বদ্ধ থাকিব। আর সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের প্রসাদে আমরা সেই কার্য্য বিশ্বস্তরূপে ও সরল মনে নির্ব্বাহ করিব। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সত্যজ্ঞান করি কিন্তু তাহাই বলিয়া প্রজাদিগের উপর জোর জুলুম করিয়া সেই ধর্ম্মমত চালাইবার স্বত্ব ও ইচ্ছা আমাদের নাই। ধর্ম্ম বিশ্বাস কিম্বা ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করিয়া কাহারও প্রতি পক্ষপাত না হয় ও কেহ ক্লেশ দুঃখ না পায়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

আইন অনুসারে সকলেই তুল্যরূপে ন্যায় মতে ও অপক্ষপাতে রক্ষিত হয় ইহা আমাদের বাসনা। আর আমাদের অধীনে যাঁহারা কর্ত্তৃত্বভার পাইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা আজ্ঞা করিতেছি যে প্রজার ধর্ম্ম বিশ্বাসে কি আরাধনায় তাঁহারা হস্তক্ষেপ না করেন। এইরূপ হস্তক্ষেপ করিলে আমরা অসন্তুষ্ট হইব।

আর আমাদের বাসনা যে প্রজার মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত মতে শিক্ষিত হইয়া কার্য্য নিপুণতা এবং সত্য নিষ্ঠাদিগুণে গুণী হইবেন, তাঁহাদিগকে অবাধে, অপক্ষপাতে, জাতি, ধর্ম্ম, ও বর্ণ অভেদে সরকারী কার্য্যে নিয়োগ করা যাইবে।

ভারতবর্ষের লোকের পৈতৃক যে ভূমি সম্পত্তি অধিকার করেন তাহাতে তাঁহাদের অত্যন্ত মমতার কথা আমরা অবগত হইয়াছি, সেই মমতা ভাব মান্য করি, ও ভূমি সম্পর্কে তাঁহাদের যে [illegible] তাহা আমরা রক্ষা করিতে চাহি কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ন্যায় [illegible] তাঁহাদিগকে দিতে

হইবে। আর আমাদের এই ইচ্ছা যে আইন প্রস্তুত করা ও সেই আইন অনুসারে কার্য্য করার সময়ে ভারতবর্ষের যে রীতি ও আচার ও ব্যবহার পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ ও দৃষ্টি রাখা যাইবে।

দুরাকাঙ্ক্ষী লোকেরা যে অমূলক জনরব রটাইয়া স্বদেশীয় লোকদিগের ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহাদিগকে রাজদ্রোহী করায় এবং তাহাদের কার্য্য দ্বারা ভারতবর্ষে যে সকল অমঙ্গল ও যন্ত্রণা হইয়াছে তাহাতে আমাদের অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে। সেই রাজ বিদ্রোহ ব্যাপার যুদ্ধস্থলে দমন করিয়া আমাদের শক্তি প্রকাশ হইয়াছে। যাহারা উক্ত প্রকার ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল কিন্তু এখন পনর্ব্বার কর্ত্তব্য পথে ফিরিয়া আসিতে চাহে, তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের দয়া প্রকাশ করিতে চাহি।

ইতিপূর্ব্বে এক প্রদেশে অধিক রক্তপাত না হয় ও আমাদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যের আরও শীঘ্র শান্তি স্থাপন অভিপ্রায়ে আমাদের প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর বিশেষ সর্ত্ত অনুসারে (for certain terms) ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি ইদানীন্তন গোলযোগ সময়ে আমাদের শাসনের বিপক্ষে অপরাধ করিয়াছে তাহাদিগের অধিকাংশকে উক্ত সর্ত্তানুসারে ক্ষমা করা যাইবে, এবং ক্ষমাতিরিক্ত ঘোর অপরাধ সকলের যে গুরুদণ্ড হইবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনেরলের উক্ত কার্য্য আমরা স্বীকার করিয়া বলবৎ রাখিলাম। আর নিম্নলিখিত কথা ঘোষণা করিতেছি।

ব্রিটিশ প্রজার হত্যাকার্য্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংলিপ্ত হইবার অপরাধ যাহাদের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত হইয়াছে কিম্বা হইবে, তাহাদিগের প্রতি ন্যায় বিচারানুসারে দয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে না। কিন্তু ঐ সকল অপরাধী ভিন্ন অন্য সকল অপরাধীকে দয়া প্রকাশ করা যাইবে।

জানিয়া শুনিয়া হত্যাকারীদিগকে যাহারা আশ্রয় দিয়াছে কিম্বা রাজবিদ্রোহে যাহারা নিতান্ত উদ্যোগকারী হইয়াছিল তাহাদিগের প্রাণরক্ষা হইবেক ইহা প্রতিজ্ঞা করিতে পারি কিন্তু যে যে অবস্থায় তাহাদিগের রাজভক্তি স্খলন হইয়াছে [illegible] অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অপরাধীদিগের দণ্ড নিরূপণ হইবে। [illegible] সকল অপরাধ দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট লোকের অমূলক জনরবে [illegible] হইয়াছে সেই সকল অপরাধের প্রতি অধিকরূপে [illegible]

অন্য যে সকল লোক এক্ষণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেছে—তাহারা ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, স্বীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিলে আমাদের বিপক্ষে তাহাদের যে সকল অপরাধ হইয়াছে—তাহা আমরা অবাধে ক্ষমা করিব ও মনে তাহার স্থান দিব না, এই অঙ্গীকার করিতেছি। যাহারা আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে ঐ নিয়ম মতে কার্য্য করিবে তাহারা সকলেই আমাদের অনুগ্রহ ও রক্ষা পাইবে ইহা আমাদিগের বাসনা।

পরমেশ্বরের প্রসাদে যখন এদেশের মধ্যে শান্তি পুনর্ব্বার স্থাপন হইবে, তখন দেশীয় কৃষিবাণিজ্য ব্যবসায় আদি কার্য্যের উৎসাহ দান, ও সর্ব্বসাধারণের উপকার ও উন্নতি সাধনের সহায়তা [illegible] ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের মঙ্গল ও উপকার সাধনে যে [illegible] শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইবে ইহা আমাদের অত্যন্ত বাসনা। [illegible]হাদের সৌভাগ্যে আমাদের বল, তাঁহাদের সুখ শান্তিতে আমাদের নিরাপদতা, তাহাদের কৃতজ্ঞতায় আমাদের পুরস্কার লাভ হইবে। প্রজাদিগের মঙ্গল সাধন বাসনায় সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাদিগকে ও আমাদিগের অধীনস্থ শাসনকার্য্যকারীদিগকে শক্তি প্রদান করুন।"

এই ঘোষণাপত্রে ভারত রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যে সকল উদার, পাশ্চাত্য রাজনৈতিক মত ও নিয়মাবলী সন্নিবেশিত হয় তাহার জন্য হরিশ্চন্দ্র বহুদিন হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র একজন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। দূরদর্শন রাজনীতিজ্ঞের একটী প্রধান লক্ষণ। সেই লক্ষণ হরিশে লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি বহুদিন হইতে লর্ড ডালহৌসীর বলপূর্ব্বক পরের রাজ্য ইংরেজাধিকৃত সাম্রাজ্য মধ্যে সংভুক্ত করিয়া লওয়ার যে কি গৌণ অশুভ ফল ফলিবে তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়গণ [illegible]শে আসিয়া দেশবাসীর হস্ত হইতে সমস্ত সম্ভ্রমসূচক উচ্চপদ ক্রমে ক্রমে [illegible] তাহার যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে তাহাও অনুধাব[illegible] সতর্ক করিয়াছিলেন। এই সকল স্বার্থ শাসনপ্র[illegible] [illegible]বী সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহ [illegible]রেজগণ বুঝিতে পারিলেন যে স্বার্থ শাসন [illegible]য্যে কাজেই এই ঘোষণাপত্রে নূতন [illegible]শিত হয়।

হরিশের বহুকালের আশা ও যত্ন ইহাতে সফল হইল দেখিয়া তিনি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহে যে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হয় তাহার ন্যায় মানব সমাজের অনিষ্টকারী ঘটনা ইতিহাস মধ্যে দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী দেশে যে রাজ্যবিপ্লব ঘটে তাহার সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্য এই স্থানে বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ফ্রান্সে যেমন এই বিপ্লবে অসংখ্য নর নারীর রক্তে দেশ প্লাবিত হইয়াছিল, সমাজ কিয়দ্দিনের জন্য উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সামাজিক, নৈতিক, ও রাজনৈতিক উন্নতির পথে কণ্টক [illegible]ন করিয়াছিল, ভারতবর্ষেও সিপাহী বিদ্রোহ বশত তদনুরূপ বিষময় [illegible]িয়াছিল। হরিশ এই সময়ে রাজভক্তি গুণে ইংরেজ শাসনের উপ[illegible]তা বুঝিয়া ইংরেজ রাজ্যের পক্ষে দণ্ডায়মান হন। তিনি বিদ্রোহীদিগের গর্হিত কার্য্যে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে ঘৃণা সত্বেও রাজকর্ম্মচারীগণ যখন বিদ্রোহীদিগের প্রতি যে গর্হিত আচরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিবিধানের জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ধৈর্য্য, সাম্য, সাহস, ক্ষমা, দাক্ষিণ্য, দূরদর্শন এই সকল গুণে তিনি গুণী হইয়া এই লোমহর্ষণ সময়ে তিনি যোদ্ধার ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধের কামান তাঁহার স্বলেখনী, মসী কামানের বারুদ। "রাজদ্বারে শ্মশানেচ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধব।" এই প্রাচীন উৎকৃষ্ট মন্ত্র হরিশের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। ভারতের কোটী কোটী নিঃসহায় লোকের পক্ষ হইয়া একাকী রাজদ্বারে অযাচিত প্রতিভূস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ নর নারীর অকাল মৃত্যু হইতে শ্মশান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এইজন্যই তাঁহাকে ভারতহিতৈষী বলে।

১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্ষ সমালোচনার উপলক্ষে হরিশচন্দ্র বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে গৌরবান [illegible] প্রবন্ধ ইংরাজীতে লেখেন তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে [illegible] রূপ সুন্দর ইংরাজীতে লিখিত প্রবন্ধ এখন আর [illegible]

এই ১৮৫৭ [illegible] ভীষণ সন্ধিস্থল স্বরূপ। আমাদের [illegible] গৌরব উপলব্ধি করিবেন আমরা তা[illegible] এই সিপাহী বিদ্রোহ

ঘটিত এখানকার অবরোধ, ওখানকার হত্যাকাণ্ড, সেখনকার সংগ্রাম, এই সকলেরই ভাবনা ভাবিতেছি। সমগ্র বিদ্রোহের পূর্ণমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছি না। এই বিদ্রোহ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত হঠাৎ আসিয়া মহাবেগে মস্তকে পতিত হইল, আমরা সকলেই ভীত ও চমকিত হইয়াছি, এমন কি বিদ্রোহী সেনা সকলও চমকিত হইয়াছে। গত ৮ মাস যাবৎ এই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ওত-প্রোত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে। সর্ব্ব প্রকার পাপ এবং দুঃখ সর্ব্বত্র ছড়াইয়াছে। এখন ইহা তেজহীন হইয়াছে, ইহার পরিনাম বুঝিতে পারা যাইতেছে, দীর্ঘকাল স্থায়ী কতকগুলি দুঃখ ভারতবাসীকে উত্তরাধিকারী ভাবে দান করিয়া অন্তর্হিত হইবে তাহা বুঝি[illegible] পারা যাইতেছে।

(১) প্রথম এই বিদ্রোহের জন্য আমাদের জাতীয় চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে। অন্যদিকে যে যাহা নিন্দা করুক হিন্দুর জাতীয় চরিত্র জগৎবাসীর চক্ষে বড় উচ্চ বলিয়াই পরিগণিত ছিল। কেহ কেহ আমাদিগকে কুসংস্কারাবিষ্ট বলিয়া নিন্দা করিলেও তাহাদিগকেই বলিতে হইত যে আমরা বুদ্ধিজীবী। আমাদের স্বজাতি বাৎসল্য বা সমর নিপুণতা না থাকিলেও অন্যদিকে আর শত সহস্রগুণ আছে বলিয়া সকলে স্বীকার করিতেন। চিরকাল আমরাই কষ্টভোগ করিয়াছি কিন্তু কেহ বলিতে পারেন না যে আমরা কাহাকেও কষ্ট দিয়াছি। আমাদের পুরাণ, ইতিহাসে, সংহিতায়, সাহিত্যে এমন অনেক বিষয় আছে যাহাতে কি পণ্ডিত কি বিধর্ম্মীলোক উভয়েরই অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। এইজন্যে আমাদের জাতির প্রতি বিদেশীয় বিদ্বান লোক সসম্মান প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আমাদের প্রতি বিদেশীয় এই সম্মান, এই প্রীতি একবারে ধ্বংশ হইল। বিদ্রোহের আনুসঙ্গিক যে সকল অত্যাচার হইয়াছে তাহা সত্য সত্যই অভাবনীয়। অন্যায়রূপে অসঙ্গতরূপে, এই সকল অত্যাচারের অপরাধ আমাদের জাতীয় [illegible] [illegible]পিত হইয়াছে। বিদ্রোহ হইলে যে অরাজকতা হয়, সেই অরাজ[illegible] [illegible] প্রকল অত্যাচার হয়, সেই সকলের জন্য যে বিদ্রোহীরা [illegible] অস্বীকার করি না। কিন্তু একথা স্বীকার করি [illegible] [illegible]তকগুলি অপদার্থ নরাধম লোকের কৃতকার্য্যের [illegible] [illegible]
আমরা যে কেবল সন্তা [illegible] নহে, সাক্ষাৎ

সম্বন্ধে আমাদিগের অন্তদিকেও ক্ষতি হইয়াছে। ভারতবাসীর সহিত সমগ্র ইংরাজ জাতীর সম্পূর্ণ পার্থক্য সংঘটন হইয়াছে। এখন তাঁহারা যে কেবল আমাদিগকে সন্দেহ করেন এমন নহে, আমরা তাঁহাদের দারুণ শত্রুতার স্থল হইয়াছি। ভারতবাসী ইংরাজরা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদিগকে দেশ হইতে বিদূরিত করিবার জন্ত আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি এবং সেই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র।

এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক হইলেও ইহার ফল অতি ভয়ঙ্কর, কাজে কাজেই আমরা এই বিশ্বাসে উপহাস করিতে পারি না।

আমাদের দ্বিতীয় মহা ক্ষতি সভ্যতা সম্বন্ধে। কিছুকালের জন্ত এমন আশঙ্কা হয় যে, অনেক দি[illegible] জন্ত আমাদের সামাজিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইল। যদি আইন বলে কোন বর্ব্বর, নিষ্ঠুর অসঙ্গত সামাজিক প্রথার সংশোধন আবশ্তক হয়, তাহা হইলে আমরা আইনের সাহায্য চাহিলেও এখন আর পাইব না। সেই সকল কুসংস্কারের মূল উৎপাটনের আশা একবারে চূর্ণ হইল। ব্যবস্থাপকগণ আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে এক বারেই হস্তার্পণ করিবেন না, এই নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। এখন হয়ত আমরা উত্তম বিচারালয় পাইব, ন্যায়ানুগত ব্যবস্থা সকল পাইব, কর নির্দ্ধারণের সুনিয়ম সকল পাইব, কিন্তু আমাদের অস্থরে অন্তরে যে সকল কুপ্রথা কীট প্রবেশ করিয়া অস্থি মাংস ভক্ষণ করিতেছে, সে সকল নিষ্কাশিত করিব, এই বিদ্রোহের জন্ত সে ভরসা আর আমাদের নাই।

দেশের বৈষয়িক উন্নতি কিছুকালের জন্ত স্থগিদ হইল। আমাদের রেলওয়ের আর বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক কতকটা নষ্টই হইয়াছে। আর বৎসর এমন দিনে বৈদ্যুতিক তার যোগে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্য্যন্ত সম্বাদ বাহিত হইয়াছে, এখন সেই সকল তার ছিন্ন ভিন্ন ও চূর্ণীকৃত হইয়া রহিয়াছে। শাসন[illegible]গণ আত্মরক্ষার দায়ে খাল খনন পথ প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কার্য্য [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ধনে প্রাণে লোকের [illegible] —এখনও যে কত ক্ষতি হইবে, তাহা কে গণনা ক[illegible] বাসীদিগকে পুরুষপুরুষানুক্রমে এই বিদ্রোহের [illegible] এই সকল দুশ্চিন্তা হইতে জগদীশ্বরের [illegible] নিয়মে বিশ্বাসই আমাদের একমাত্র সা[illegible] [illegible], প্রত্যেক ঘটনাতেই

উন্নতির সোপান দেখিতে পান; ভারতের এই বিদ্রোহ ঘটনা, যত কেন ভয়াবহ হোক না, ঐতিহাসিক নিয়মের বহির্ভূত নহে; এবং ১৮৫৭ সাল যদিও রক্তময় এবং অগ্নিময় অক্ষরে চিহ্নিত, তথাপি বোধ হয়, পৃথিবীর জন সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ—এই ভারতবাসী এই সাল হইতেই অশ্রুতপূর্ব্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর নীল বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহে হরিশ বঙ্গ সমাজের ও বঙ্গীয় নিঃসহায় কৃষক সম্প্রদায়ের কি উপকার করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে যথাসাধ্য বর্ণনা করা হইল।

নীল বিদ্রোহ

এই বিদ্রোহের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এই পুস্তকের অল্প স্থান মধ্যে বিশেষ রূপে বর্ণনা করা অসম্ভব। ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের আয়ত্বস্থিত অল্প স্থানের মধ্যে যথা সম্ভব উহার স্থূল স্থূল ঘটনা, ও তৎসম্বন্ধে হরিশের কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইল।

নীলের চাষ অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। ইণ্ডিগো অর্থাৎ নীল, ইণ্ডিকম্ (Indicum) এই শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ ভারতবর্ষ জাত বলিয়া ইহার নাম ইণ্ডিগো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের দেওয়ানী ভার প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীগণ এই নীল চাষে প্রবৃত্ত হন। অধ্যবসায় ও নিপুণতাগুণে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা নীল উৎপন্নে ও উহার ব্যবসায়ে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হন। মিসনারী প্রমুখ রেভারেণ্ড ডাক্তার ডফ সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ পত্রে উল্লেখ করেন যে, এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে, কেবল বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রতি বৎসর এক কোটি হইতে ৪ কোটী টাকার নীল ইউরোপে রপ্তানী হইত।

ইণ্ডিগো কমিসন রিপো[illegible] পর নীল, বিশেষতঃ নদীয়া, ও যশোহর [illegible] নীল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। নদীয়া জেল[illegible] নীল উৎপন্নের জন্য প্রতি ব[illegible] নর ভূম্যাধিকারীগণের নিকট [illegible] পান,

তদপেক্ষা ৬ লক্ষ টাকা নীলকরেরা প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেন। বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর ১০৫০০০ মণ নীল উৎপন্ন হইত। ইহার মূল্য প্রায় দুই কোটী টাকা।

পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, সাহেবেরা এই নীল চাষের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতেন। বিদেশে আসিয়া পরের জমীতে চাষ করা বড় সহজ নহে! পরের নিকট হইতে জমী লইতে হইবে, পরের প্রজা দ্বারা নীল চাষ করাইয়া লইতে হইবে, এইজন্য সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য চাহিতে হইয়াছিল। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, মফস্বলে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরেজগণ থাকিলে রাজ্যের শান্তি রক্ষা ও শাসনের সুবিধা হইবে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যোন্নতি হইবে, ইহা বিবেচনা নীলকরের সানুকূলে সময়ে সময়ে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৮২৩ খৃঃ ৬ আইন প্রকটিত হয়। নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে নীল চাষের জন্য কোন নীলকর, বীজ কিম্বা টাকা দাদন দিলে, যদি দাদনগ্রাহী চুক্তিভঙ্গ করিত, তাহা হইলে চুক্তিভঙ্গের জন্য জজ সাহেবের নিকট নালিশ করিতে পারিতেন। জেলার জজ সাহেব সরাসরী বিচার করিয়া, উক্ত জমীর উৎপন্ন বস্তু ক্রোক দিয়া বাদীকে ডিগ্রী দিতে পারিতেন।

১৮৩০ খৃঃ ৫ আইনে নীলের চুক্তিভঙ্গের সম্বন্ধে কারাদণ্ড বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের দ্বারা রদ হয়। কিন্তু ১০ আইনে ইচ্ছা পূর্ব্বক নীল ক্ষতি করিলে, অর্থ ও কারাবাস উভয় দণ্ডই বিধিবদ্ধ হইয়াছিল; এবং যে সকল প্রজারা নীল কুঠীর সহিত হিসাব মিটাইয়া কারবার বন্দ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের মোকদ্দামার বিচার জজ সাহেব সরাসরী মতে করিতে পারিতেন।

এই সকল আইন বলে, নীলকরগণ চাষের অনেক সুবিধা পাইয়াছিলেন। কোটী কোটী টাকা ব[illegible] [illegible]অন্তর্বাণিজ্যের বহুল উপকার হইয়াছিল তাহা[illegible] [illegible]নীলকরেরা সময়ে সময়ে এই অর্থ দ্বারা [illegible] বসাইয়া ছিলেন; সময়ে সময়ে রাস্তা [illegible] সময়ে কৃষকদিগের জন্য, স্কুল ও দি[illegible] [illegible]য়ে, সময়ে দুর্ভিক্ষকালে প্রজাদিগ[illegible] [illegible] উপকার হইয়াছিল

তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ইষ্ট সাধন করিতে গিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের কার্য্য প্রণালীর দোষে, ইষ্ট অপেক্ষা মহত্তর অনিষ্ট হইতে লাগিল। নীলের চাষ প্রজার পক্ষে ক্ষতিজনক হইল। নীলের দাদন জোর করিয়া প্রজাদিগকে দেওয়া হইত, এবং এই দাদান একবার লইলে প্রজারা তাহা ৪ পুরুষ মধ্যে সোধ করিতে পারিত না। দাদন রীতিমত দেওয়া হইত না। প্রজাকে নীল বপনের ব্যয় দিতে হইত, জমী নিড়াইতে হইত, নীল কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া কুঠীতে আনিয়া দিতে হইত। এই সকল কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক [illegible] পাইত না। এইজন্য প্রসিদ্ধ বঙ্গের নাটক লেখক স্বর্গীয় বাবু [illegible] মহাশয় নীলের দাদনকে "গোপাল দাদন" বলিয়া [illegible] এতদ্ভিন্ন নীলকুঠীর চাকরেরা প্রজাদিগের বাঁশ, খড়, [illegible] বাগানের [illegible] জোর করিয়া লইতেন। অপরাপর আনুসঙ্গিক দৌরাত্ম্য ১২৯৩ সালের কার্ত্তিক মাসের নবজীবনে "সেকালের দারোগার কাহিনী" নামক প্রবন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"নীলকরের দৌরাত্ম্য" বলিয়া আমাদের মধ্যে যে চিরপ্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা ঘটিবার দুইটী মূল কারণ ছিল। ঐ দুইটি কারণ দূর করা অসাধ্য না হইলেও নীলের ব্যবসায় অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এমন কঠিন কার্য্য ছিল, যে তাহা প্রায় অসাধ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাহার প্রথম কারণ এই যে, ধানের ভূমিতেই নীল উত্তম জন্মে এবং ভূমি যত উৎকৃষ্ট হয়, নীলও সেই পরিমাণে অধিক উৎকৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ নীলের ও ধানের চাষ একই সময়ে সম্পাদিত হয়। কিন্তু কৃষকেরা ধানের চাষেরই অধিক পক্ষপাতী; নীলের চাষ করিতে সহজে ইচ্ছা করে না। কারণ ধানে প্রজার সম্বৎসরের [illegible] এবং অন্যান্য অনেক প্রকার উপকার হয় [illegible]
নীলের গাছের জন্য যে মূল্য [illegible]
না। বিশেষ সাহেবেরা [illegible]
পারিতেন, তাঁহার [illegible]
ছিল না। সাহেবেরা
চিরকাল ধরিয়া,
নিকট নীলের গা[illegible]

কৃত হয় নাই, সাহেবদিগের ইচ্ছামতে স্থির হইয়াছিল, এবং ইহাতে কৃষকদের কখনও লাভ না হইয়া বরং বৎসর বৎসর সাহেবের নিকট তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। অধিকন্তু প্রজাদিগের উত্তম জমী সকলে নীলকরেরা তাহাদিগকে নীল ভিন্ন অন্য কিছু বপন করিতে দিতেন না সুতরাং নীলের প্রতি, প্রজার সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং পারগপক্ষে তাহারা নীলের চাষ করিতে ইচ্ছা করিত না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নীল এবং ধান একই সময়ে কর্ত্তন করিতে হয় কিন্তু অগ্রে নীল কর্ত্তন করিয়া কুঠীতে দাখিল না করিলে, কুঠীর লোকে প্রজাদিগকে তাহাদের স্বীয় ধান্যে [illegible] স্পর্শ করিতে দিত না, ইহাতে প্রজার অনেক বিরক্তি বোধ হইত এব [illegible] ক্ষতি হওয়া [illegible] ক্ষা থাকিত।"

এই সাম [illegible] ত্যাচা [illegible] ও আরও ভয়াবহ অত্যাচার উত্থিত হইল। সময়ে সময়ে গৃহদাহ, গুমখুরী, বাজার দাহ, ও স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইত। জমীদা দিগের নিকট হইতে ভূমী সকল পত্তনী কিম্বা ক্রয় করিবার জন্য, সময়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও অত্যাচার দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে জোর পূর্ব্বক ও ছলে বলে কাড়িয়া লওয়া হইত। সুতরাং এই সকল কারণে প্রজা ও ভূম্যাধিকারীগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে এই অত্যাচার প্রবল হইয়া নীল হাঙ্গামা উপস্থিত হইল। প্রজারা স্পষ্টাক্ষরে নীলচাষ করিব না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইল। এইরূপ অসন্তোষভাব যে একদিনে, বা ব্যক্তি বিশেষের উত্তেজনায় হইয়াছিল তাহা নহে। ইহা বহুদিনের অত্যাচারের ফল। বেভারেণ্ড ডাক্তার ডফ তাঁহার প্রসিদ্ধ পত্রে বলেন যে, যে কারণে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ওয়াট টাইলর পোল ট্যাক্স কালেক্টরকে হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিলে যেমন ইংলণ্ডের [illegible] ক্রোধাগ্নি একবারে ঘোর বিদ্রোহরূপে প্রজ্ব [illegible] র অত্যাচার প্রতিরোধে, বর্গীয় [illegible] প্রভৃতি জেলার প্রজা-

[illegible] জিলার (এখন [illegible] খৃঃ ফেব্রুয়ারী [illegible] বাবকারীতে তিনি [illegible] র করিয়া নীল

দমন করিতে আসিলে, সেই অত্যাচার হইতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন। এই রোবকারীর বলে প্রজারা নীল চাষে অসম্মত হইল। মফস্বল দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন। বারাসতের দৃষ্টান্ত দেখিয়া যশোহর প্রভৃতি স্থানের প্রজারা নীল চাষ বন্ধ করিল। নীলকরেরা বৈর নির্যাতনে ব্যস্ত রহিলেন। কলিকাতার নীলের মহাজনগণ ও মফস্বলের নীলকরেরা দলবদ্ধ হইয়া ইডেনের বিরুদ্ধে ছোট লাটের নিকট দরখাস্ত করিলেন। আর একবার ১৮৫৫ সালে মেঃ ম্যাক্লস্ বারাসতে ঐরূপ প্রজার প্রতি সহানুভূতির আভাস দেখাইলে, ম্যাকলসকে গবর্ণমেণ্ট ভৎর্সনা করিয়া সেই স্থান হইতে বদলী করেন। নীলকরেরা ভাবিলেন এবারও বুঝি তাহাই হইবে। কিন্তু ইডেন সহজে নরম [illegible] লোক ছিলেন না। কমিসনার গ্রোট সাহেব ও ইডেনের মতভেদ [illegible] ও ছোট লাট জে, পি গ্রাণ্ট মহাশয় ইডেনের মতে মত ছিলেন। এই সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়নেতা মহামান্য মৌলবি আবদুল লতীফ খাঁ মহাশয় (পরে নবাব বাহাদুর) কলেরেওয়া থানা হইতে এক পরওয়ানা জারী করেন বলিয়া সাহেবেরা কুপিত হইয়া তাঁহাকে সেই স্থান হইতে স্থানান্তরিত করান। ইডেন মহোদয়ের এই পরওয়ানার ন্যায় নদীয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট মেঃ হারসেল সাহেব এক পরওয়ানা দামুড়হুদা (যাহা এখন চুয়াডাঙ্গা বলিয়া অভিহিত) সবডিভিসনের জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট মেঃ ম্যাকলিন্ সাহেবের নিকট পাঠান। এই সকল পরওয়ানায় প্রজারা বুঝিয়াছিল যে নীলচাষ তাহাদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। হোয়াইট সাহেব নামক একজন নীলকর বাঁসখালীর কুঠীতে অত্যাচার করায় বেতনা গ্রামের প্রজারা সর্ব্ব প্রথমে নীলচাষ করিতে অসম্মত হয়।

এইরূপে নীল বিদ্রোহ উপস্থিত [illegible] দিকে পাবনা, যশোহর, নদীয়া, বারাশত ও অন্যান্য জেলা [illegible] দিকে প্রভৃত ঐশ্বর্য্যশালী বিলাত সভ্য নীলকর [illegible] সামান্য বিবাদ নহে। বিবাদের [illegible] ইহার মুখ্য কারণ [illegible] ভাব ধারণ করিল। এই [illegible] লিপ্ত হইবেন। বঙ্গে [illegible] বর্ত্তী স্থানের জমীদার [illegible]

রাণাঘাটের পালচৌধুরী স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল পালচৌধুরী, শান্তিপুরের ৺ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায় যাঁহাকে সচরাচর মতিবাবু বলে, উলার ব্রাহ্মণ জমীদার শ্রেষ্ঠ ৺ বামনদাস মুখোপাধ্যায়, ও শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লাটুদহের,৺ পরাণপাল, নড়ালের প্রসিদ্ধ ৺ রতন বাবু ও কলিকাতার শ্রদ্ধাস্পদ ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুর, উত্তরপাড়ার পূজনীয় জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য জমীদারগণ এই নীলবিদ্রোহে সংলিপ্ত হইলেন। ইহাঁরা প্রায় সকলেই বিষয় বুদ্ধি ও অন্যান্য সংগুণে প্রশংসিত ছিলেন। ইহাঁরা এই অত্যাচার নিবারণ মানসে প্রজার সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা ও নির্বন্ধুল-হিতৈষী খৃষ্টিয়ান পাদরিগণ দরিদ্র প্রজার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অত্যাচার নিবারণে সহায়তা করিলেন। শান্তিপুরের রেভারেণ্ড ছি, বমওয়েস সাহেব, প্রাতস্মরণীয় রেভারেণ্ড লং সাহেব, রতনপুরের রেভারেণ্ড এফ, মুর সাহেব ও অন্যান্য ধার্ম্মিক মিসনারিগণ ইহাতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা যে এই সঙ্কট সময়ে মানবহিতের জন্য স্বদেশবাসী ইংরেজ নীলকুঠিয়ালদিগের অত্যাচার স্বীকার করিয়া তৎপ্রতিবিধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা মনে করিলে ইংরেজ চরিত্রের মহানুভাবতা, ও উচ্চতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বজাতীর প্রতিপক্ষপাত না করিয়া জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য যে তাঁহারা এই সৎদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন ইহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও প্রীতিকর। বলা বাহুল্য যে তাঁহাদের সাহায্যে প্রজাগণের এই অত্যাচার অনেক পরিমানে কমিয়াছিল।

রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উদারচেতা, নির্ভীক, মেঃ ভণ্ডলিউ, যে, হারসেল, মেঃ আস্‌লি ইডেন, ও মেঃ ই, ডি, লাটুর সাহেব মহাশয়গণ প্রজার দুঃখে দুঃখী হইয়া সহানুভ[illegible] করিয়াছিলেন। প্রজারা মূর্খ হইলেও
এই সকল সহানু[illegible] ব বুঝিতে পারিয়াছিল। যাহারা
খবরের ক[illegible] পারিবে। অন্যান্য মূর্খলোক,
[illegible] যাঁহা দ্বারা বুঝিতে পারিল যে
[illegible] স্বর্গীয় রেভারেণ্ড
[illegible] অত্যাচারের কথা তদা-
[illegible] নিকট প্রচারিত
[illegible] হইয়াছিল।

কলিকাতার লোক মফস্বলে গিয়া কথা বার্ত্তায় ইহার আন্দোলন বৃদ্ধি করিয়াছিল।

যে সকল অত্যাচারে এই নীল বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত ইণ্ডিগো কমিসনের রিপোর্টে লিখিত জবানবন্দী হইতে নিম্নে অনুবাদ করিয়া সন্নিবেশিত করা গেল।

রেভারেণ্ড ফ্রেডারিক স্থরের জবানবন্দীর কিয়দংশ।

রতনপুরের কনসারনের ভিতরে এক খৃষ্টিয়ান বাস করিত। তাহার পুত্র আমার নিকটে চাকরী করিত বলিয়া পূর্ব্ব [illegible] রতনপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাপাসডাঙ্গায় আসিয়া বাস করে। [illegible] পুর কুঠীর ম্যানেজার দাদন লইয়াছে বলিয়া ইহাকে কুঠীর নীল [illegible] করিয়া দিতে বলেন। কিন্তু সে বলিল যে মহাশয়দিগের নিশ্চিন্দিপুরের যে কুঠী আছে সেই কুঠীতে আমি নীল দিব, রতনপুরে এখন আমি থাকি না, এইজন্য আমার হিসাব রতনপুরের খাতা হইতে নিশ্চিন্দিপুরের কুঠীর খাতার সামিল করিলে ভাল হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

একদা হটাৎ কোন রবিবারে যখন আমাদের গিরজায় লোক উপাসনায় সমবেত হইয়াছেন, এমন সময়ে গরুর রাখাল দৌড়িয়া আসিয়া বলিল যে রতনপুরের নীলকুঠীর চাকরেরা অমুক খৃষ্টানের গরু সকল মাঠ হইতে জোরকরিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল। খৃষ্টিয়ানেরা গিরজা হইতে বাহির হইয়া মাঠে গিয়া গরু ছিনিয়া আনিল। আমি তখন কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলাম। এই সংবাদ পাইয়া রতনপুরে শীঘ্র ফিরিয়া গেলাম। আমার বন্ধুগণ কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে একথা জানাইয়াছিলেন, এবং তিনি ইহার প্রতীকার করিতেও ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আমি ভাবিলাম যে আমাদের ধর্ম্মানুসারে এ কথা নীলকুঠীয়া[illegible] উক্ত কুঠীর সাহেব আমার মুখে এই সকল ক[illegible] আমার নিকট ক্ষমা চাহিলেন, [illegible]

খাতায় তুলিবার [illegible]

১৮৫৩ সালের [illegible]

ভূমিতে পহছিয়া দি[illegible]

থাকিতে লাগিল [illegible]

না পাওয়ায় তাহারা এক দিন কাজ বন্ধ করে। নীলের এক আমিন আসিয়া বলে যে তাহাদিগের গরু কাড়িয়া লইয়া যাইবে। তাহারা এই কথা আমাকে বলিলে আমি উহা অবিশ্বাস করি। বেলা ৯টার সময় যখন আমি বসিয়া লিখিতেছিলাম, এমন সময়ে তাহারা আসিয়া বলিল যে লাঠিয়ালেরা আসিয়া গরু কাড়িয়া লইয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া গরু সকল ফিরাইলাম। আর এক দিকে দেখিলাম যে প্রায় ৮০টা গরু এক জন আমিন ও ৮ জন লাঠিয়ালে খেদিয়া লইয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া আমিন বলিল "খাড়া রও," "সাহেবকে মার"। আমি বলিলাম যে আমি [illegible]। শুনিলাম এক জন লাঠিয়াল আমার পেছন দিক হইতে [illegible] মারিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং আমাকে এক লাঠির গুঁতো [illegible] সই গুঁতো আমার সহিসের গায়ে লাগে। এই কথা নীল কুঠীয়ালকে জানাইলে তিনি বলিলেন যে "তোমার নিজের কাজ করগে যাও, এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিবার প্রয়োজন নাই"। আমি মাজিষ্ট্রেটকে এই বিষয় জানাইলে তিনি দারোগাকে পাঠাইয়া দেন। দারোগা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে ঐ সকল গরু কুঠিতে আবদ্ধ আছে। গ্রান্ট সাহেব পোষ্ট আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে বলেন যে এ বিষয়ে মিটাইয়া ফেলুন। আমি তাঁহার কথা মতে নীলকরের সঙ্গে দেখা করিয়া এ বিষয়ে মিটাইয়া ফেলি।

জোরপূর্ব্বক গৃহনষ্টের দৃষ্টান্ত।

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত বাগদা থানার খাঁপুর নিবাসী আমির মল্লিকের জবানবন্দী—

আমি এক জন গাঁতিদার। আমার গাঁতির জমা ৫৮ টাকা। প্রায় ৫ কিম্বা ৬ বৎসর হইল [illegible] নীলের দাদন লইতে বলেন। আমার [illegible] অস্বীকার করি। আমার [illegible] নাই। আমাকে [illegible] কুঠীর দেওয়ান [illegible] আমার বাহির [illegible] তৎপরে কাটগড়ার [illegible] দেওয়ান অনেক

লোক লইয়া আমার পাকা বাটীর তিনটী কুঠারী ও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলে ও তিনটী ধানের গোলা লুঠ করে। পুষ্করণীর মাছ ধরিয়া লাঠিয়ালদিগকে বিলাইয়া দেয়। পলাইবার সময় আমার পা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আমি ৪। ৫ মাস কাতর ছিলাম, সেই জন্ত নালিস করিতে পারি নাই। সুস্থ হইলে অনেক দেরী হইয়াছে বলিয়া নালিস করি নাই। আমার সন্তান-দিকে কাঠগড়ার কুঠীতে ৪। ৫ মাস কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল।

অন্যায় অবরোধের দৃষ্টান্ত।

রতনপুর কুঠীর নিকট হাণ্ট্‌খোনার এল

গনি দফাদারের জবানবন্দী—

আমার পিতা এক জন পোলিসের চৌ

কেদারপুরে ঘর জ্বালানি দেখিয়া এক হাঁক

লাঠিয়ালগণ আমাদিগকে লাঠি ও বর্শা দ্বারা আঘাত করে

অবস্থায় হাতীর উপরে আমাদিগকে চড়াইয়া রতনপুরে লইয়া যায় এবং এক ঘণ্টা পরে সেই স্থান হইতে যাদবপুরে লইয়া যায়। চৈত্র মাসে আমাদিগকে প্রথমে ঐরূপে ধরিয়া লইয়া যায়, কিন্তু তাহার তারিখ মনে নাই। যাদবপুর হইতে রাত্রিযোগে আর এক কুঠীতে চালান দেয়। তাহারা সকল স্থানেই আমাদিগকে গুদামে পুরিয়া রাখে। শ্রাবণ মাসের শেষে আমাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। তাহারা প্রথমে আমাদিগকে নালিস করিতে নিষেধ করে, ও বলে যে তোমাদের জমী ও মাহিয়ানা ফেরত দিব, কিন্তু শেষে দেয় নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে নালিস করিলে তাহারা আমাদিগকে রাজিনামা দেওয়ায়

হরিশ এই সকল অত্যাচারের [illegible] সপ্তাহে হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিতে লাগিলেন। কি উপায় [illegible] তাহার প্রস্তাব সকল করিতে [illegible] লিডে

বঙ্গের সিংহাসনে [illegible]

হইয়াছিল। [illegible]

প্রজার দুঃখের কিছু

বঙ্গের দ্বিতীয় [illegible]

দমন হইবে

চার আছে,

বিধিবদ্ধ হইল। এই আইন অনুসারে নীল চাষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিসন বসিল। হরিশ এই কমিসনের সমক্ষে যে জবানবন্দী দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন যে লক্ষ লক্ষ প্রজার হিতের জন্য তিনি কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদের বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। জবানবন্দী নিম্নে অনুবাদ করা গেল।

ইণ্ডিগো কমিসনের নিকট হরিশের জবানবন্দী।

৩০শে জুলাই ১৮৬০ সাল।

এছ সাহেব সভাপতি।

ঐ।

" ছি, এছ।

" এক, কার্গুছন।

রেভারেণ্ড জে, সেল।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

উক্ত সভাগণের মধ্যে সিটনকার ও টেম্পল মহোদয়গণ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি কার্গুসন সাহেব নীলকরের প্রতিনিধি; ও রেভারেণ্ড সেল সাহেব মিসনারীগণের প্রতিনিধি, ও চন্দ্রমোহন বাবু জমীদার ও প্রজার প্রতিনিধি ছিলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র হাজির হইয়া শপথ করিয়া বলিলেন।

সভাপতির প্রশ্ন। আপনি কি কাজ করেন?

উ। আমি মিলিটারী অডিটর জেনারেলের আফিসে গবর্ণমেণ্টের এক জন কর্ম্মচারী।

সভাপতি

উ

প্রী

সভা। নীল হাঙ্গামার সময় প্রজাগণ কিম্বা অন্য কোন পক্ষ আপনার নিকট কি পরামর্শ চাহেন নাই?

উ। হাঁ, অনেক জমীদার, প্রজা, ও মধ্যবর্ত্তী ভূম্যাধিকারীগণ অনেক জেলা হইতে আমার নিকটে আসিয়া উপদেশ চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার নিকট স্বয়ং আসিয়াছিলেন।

সভা। কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা সাধারণত আপনার উপদেশ চাহিয়াছিলেন?

উ। নীল চাষের সরাসরী বিচার ও দাদন চুক্তি ভঙ্গ [illegible]
১১ আইন জারী হইবার পূর্ব্বে অনেক প্রজা [illegible]
তাহার সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাহিয়াছি[illegible]
তাহারা কিরূপে জবর্দস্তি ও অত্যা[illegible]
সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিল। [illegible]
তদ্বিষয়েও পরামর্শ চাহিয়াছিল। এ সকল ব্যতীত, [illegible]
তাঁহাদের জন্য দরখাস্ত লিখিয়া ও অন্যান্য পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম।

সভা। পূর্ব্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আপনি মোটামুটী কি কি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা কি বলিতে পারেন?

উ। আমি সচরাচর তাঁহাদিগকে জেলার প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নিকট যথানিয়মে, তাহাদের ক্লেশ নিবারণের জন্য দরখাস্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। যদি তাহারা সেখানে অকৃতকার্য্য হয়, তবে জেলার রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর আওলার (যেমন কমিস্নার ও ছোটলাট) নিকট তাহাদের ক্লেশ জানাইতে পরামর্শ [illegible]। আমি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহারা [illegible] আইন বিরুদ্ধ কাজে প্রবৃত্ত না হয়। আমি তা[illegible]

সভা। আপনি ইংরাজী কাগজের সম্পাদক ও আপনার কাগজ সম্ভবত সাহেবেরা পাঠ করেন। এমন অবস্থায় আপনি মফস্বলের কোন লোকের নিকট হইতে পত্রাদি পাইয়াছিলেন কি না এবং তাঁহারা আপনার উপদেশ চাহিয়াছিলেন কি না?

উ। হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদকের নামে যে সকল চিটি আসিত আমি তাহা খুলিতাম ও পড়িতাম, এবং উহার মধ্যে অনেক চিটি ও কাগজে অত্যাচার সম্বন্ধে ও আমরা উপদেশ গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা

লিখিত খবরের কাগজের (সভা ভাস্করের)
য়ট সম্পাদকের নামে বেশী আসিবার

সভা। যশোহর, কৃষ্ণনগর ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নীলের জায়গায় আপনি কখন স্বয়ং গিয়াছিলেন কি না, এবং ঐ সকল স্থানের অধিবাসীর সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় আছে কি না?

উ। বারাসৎ ও হুগলী ব্যতীত আমি উক্ত জেলায় কখন যাই নাই। নদীয়া জেলার অনেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এবং রাজসাহী ও ময়মনসিংহের কতক কতক লোকের সঙ্গে জানা শুনা আছে। ঐ সকল লোক আমার সহিত ভবানীপুরে আসিয়া আলাপ করিয়াছিলেন।

সভা। নীল হাঙ্গামার সময় ঐ সকল জেলায় অবস্থা জানিবার জন্য আপনি লোক প্রেরণ করিয়া ছিলেন কি না?

উ। কেবলই খবরের জন্য নহে। মোক্তার ও উকীলদিগকে প্রজা-

পক্ষ করিতে ... অনুরোধ করি এবং ঐ সকল
... আমি সময়ে সময়ে

কেবল একজন প্রজার জন্য মোক্তারদিগের পুরস্কার সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা স্থির করিয়া দিয়াছিলাম। জিতুবাড়ুর্য্যে নামক দামুড়হুদা সভডিবিজনের মোক্তার যখন রাইয়তদিগকে নীলকরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন বলিয়া অপবাদ দিয়া কারারুদ্ধ হয়েন, তখন কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমার মোক্তারগণ ব্যতীত অন্য মোক্তারগণ ভয়ে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকার করিলে আমি ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম।

সভা। তবে আপনি একথা স্পষ্ট বলিতেছেন যে আপ...
সর খানা, কিম্বা গ্রামে গ্রামে প্রজাদিগকে উ...
প্রেরণ করেন নাই।

উ। না, আমি কখনই ঐরূ...
করিবার যে আমার সুযোগ প্রা...
ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

রেভারেণ্ড সেল। আপনার জ্ঞানানুসারে কয়জন মোক্তার কলিকাতা হইতে কোন কোন নীল হাঙ্গামার জায়গায় গিয়াছিল, এবং তাঁহাদের সহিত আপনার কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল?

উ। তিনজন মাত্র মোক্তার নদীয়া জেলায় গিয়াছিল। তাঁহাদের সহিত আমার এই কথা বার্ত্তা হইয়াছিল যে তাঁহারা মেহনতআনা পাইলে প্রজার পক্ষ হইয়া মোকদ্দামা চালাইবেন।

মেঃ ফার্গুসন। আপনি নীলের সম্বন্ধে সারকুলার নোটিস প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছেন এই যে জনরব শুনা যায় তাহা সত্য কি না?

উ। আমি ঐ সকল বিষয় কিছুই জানি না ও উক্ত সারকুলার চক্ষে দেখি নাই।

রেভারেণ্ড সেল ... দাবী হইলে আপনি
বনিয়াজে ... কিরূপে
অবর্দি
একবারে
করিয়াছি
করেরা

উ। প্রজারা উক্ত আইন কার্য্যে যাহাতে পরিনত না হইতে পারে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ চাহিয়াছিল। ঐ আইনের অছিলা করিয়া রাজ-কর্ম্মচারী ও নীলকরগণ যে ঘোর অত্যাচার করিতেন তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

রেভারেণ্ড সেল। কি রকম অত্যাচার হইত আপনি কি বলিতে পারেন?

...চাউ,ও সঙ্কীর্ণ গুদামে অনেক লোক কয়েদ করিয়া রাখা, ... নীলকর দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পুলিশের ...কর উপর অত্যাচার প্রভৃতির কথা

...বাস করেন যে এই সকল অত্যা-... হইয়াছে?

উ। হাঁ, আমি বিশ্বাস করি। গুদামে বন্দ করিয়া রাখার বিশ্বাস অনুসন্ধান দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ইহা আদালতের বিচার দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে।

সভা। আপনি কি জানেন যে এই ১১ আইন জারী হওয়ার পর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট উক্ত অত্যাচার নিবারণ মানসে স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন?

উ। ঐ আইন জারী হওয়ার ২। ৩ মাস পর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের তদারক ভাল হয় নাই। ঐ কয়েক মাসের পর তদারক ভাল হইয়াছিল।

বাবু চন্দ্রমোহন। কমিসনের সমক্ষে ... সাহেব জবানবন্দী দেন যে ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ... বাহাদুর নীলকরদিগের মধ্যে কোন কোন সাহেবকে ... দিয়াছিলেন বলিয়া নীলকর... ...না হই-...য়েন

...ভিয়ান ... নীল-

সালে ২৯ আগষ্ট তারিখে অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া এক দরখাস্ত করা হয়। তাহার এক খণ্ড নকল আমি দাখিল করিলাম।

সভা। নীলের সম্বন্ধে আধুনিক তর্ক বিতর্ক সময়ে, আপনি কি ইহা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছিলেন যে, বহুসংখ্যক প্রজার হিতাহিত যে সকল প্রশ্নের উপর নির্ভর করে, তাহার বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, মত সকল ব্যক্ত করা উচিত।

উ। আমি এই নীল হাঙ্গামার বিষয় [illegible]
লোচনা করিয়াছি, এবং ইহা আমার [illegible]
প্রজার অহিতকারী, এবং আমি এই [illegible]
ভবিষ্যতে নীলকর ও প্রজার মধ্যে [illegible]
আমার কেবল এক মাত্র সন্দেহ আছে [illegible]

প্রজার পক্ষ হইয়া যে তিনি কেবল দরখাস্তাদি লিখিয়া ক্ষান্ত হইতেন এমন নহে। শত শত প্রজা মফস্বল হইতে কলিকাতা লাট সাহেবের কাছে তাহাদের দুঃখ জানাইতে আসিলে হরিশ নিজ ব্যয়ে তাহাদিগকে আহার ও বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। ভবানীপুর দরিদ্র প্রজার আশ্রয় স্থান হইয়াছিল। মফস্বল হইতে নিপীড়িত প্রজারা দলে দলে রথযাত্রীর লোকের ন্যায় ভবানীপুরে আসিয়া হরিশের আশ্রয় লইল। হরিশের অবস্থা সঙ্কীর্ণ হইলেও তিনি তুলনারহিত উদারতা ও নিস্বার্থ পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া খুব কর্জ্জ করিয়া প্রজাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে তিনি যেমন জন সাধারণের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, [illegible] নীর নিসহায় কৃষকদিগের [illegible]
প্রধান [illegible]
কঠোর [illegible]

ইহার অপেক্ষা সৎ দৃষ্টান্ত মনুষ্য জীবনে আর কি হইতে পারে? উইলবার ফোর্স ও তাঁহার সহকারীগণ দাস-প্রথা রহিত করিবার জন্য বিলাতে যে মহৎ স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তদনুরূপ হরিশ, নিসহায়, দরিদ্র, ও মূর্খ লক্ষ লক্ষ প্রজার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

হরিশের মৃত্যু।

...র পর হরিশ কেবল এক বৎসর মাত্র জীবিত ... শুক্রবার ৯।।০ টার সময় হরিশ ৩৮ বৎসর ...গমন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ ... পর...এর কাশির ব্যায়রাম ছিল। ...র করকাশ জন্মায়। কালীচরণ বাবু এখনও জীবিত আছেন। ...হান হরিশের আফিসে একত্রে চাকরী করিতেন। ইনি বলেন হরিশের গলায় একটি মাদুলী ছিল। হাপানির ব্যায়রাম জন্য তাঁহার মাতার অনুরোধে এই মাদুলী ধারণ করিয়াছিলেন। পীড়িতাবস্থায় ডাক্তার এডওয়ার্ড গুডিভ ও নীলমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁহার চিকিৎসা করেন। ৺রমাপ্রসাদ রায় তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি হরিশকে চিকিৎসার জন্য আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থিত নিজ ভবনে আনিয়া রাখেন। মৃত্যুর দুই একদিন পূর্ব্বে ডাক্তার মহাশয়েরা তাঁহার জীবনের আর আশা নাই এই কথা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে ভবানীপুরের চাউলপটীর বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি ...স্থানেই বৃদ্ধ মাতা, স্ত্রী, ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণকে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বঙ্গের ... ...৺দীনবন্ধু মিত্র লিখিত নীলদর্পণ ...স্মরণীয় ... ... করিয়া

৺ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাব করেন।

"হরিশের অকাল ও খেদজনক মৃত্যুতে বঙ্গীয় সমাজের বিশেষ ক্ষতি বোধে এই সভার সভ্যেরা অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে তাঁহার জন্য আক্ষেপ করিতেছেন। হরিশ্চন্দ্র এই দেশের মঙ্গলের জন্য যে তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও স্বীকার করিতেছেন।"

রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল এই প্রস্তাবের —

৺ কিশোরীচাঁদ মিত্র দ্বিতীয় প্রস্তাব করে[illegible]

তাহার সমর্থন করেন।

"হরিশের নাম চিরস্মরণীয় করিবার [illegible]

সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কমিটির ইচ্ছানুস[illegible]

ছাত্রবৃত্তি দেওয়া যাইবে, কিম্বা উক্ত কমিটির ইচ্ছা[illegible]

চিহ্ন স্থাপন করা যাইবে।"

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিটি নিযুক্ত হন। ৺ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ৺ প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ৺ সত্যচরণ ঘোষাল, ৺ রমানাথ ঠাকুর, ৺ রামগোপাল ঘোষ, ৺ হরচন্দ্র ঘোষ, ৺ দিগম্বর মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ শম্ভুনাথ পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺ পিয়ারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যাদবকৃষ্ণ সিংহ, ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৺ কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, ৺ চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহারাজা জ্যোতীন্দ্রমোহন নওয়াব আবদুল [illegible], ৺ কৃষ্ণদাস পাল সেক্রেটরি।

[illegible]ভায় যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ রিপোর্ট কোন [illegible] এ স্থানে [illegible]দিতে পারিলাম [illegible] বক্তৃতা করেন।

ভাকা নহে, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান — ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরই তাহার আদরের পাত্র ছিল। তিনি সমস্ত মানব জাতীর প্রকৃত বন্ধু ছিলেন।

হরিশের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্ত কৃষ্ণনগরে এক সভা হয়। উক্ত সভায় ৺ দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় এক বক্তৃতা করেন এবং কৃষ্ণনগর হইতে অনেক চাঁদা সংগৃহীত হয়। মেদিনীপুরেও ঐরূপ একটী সভা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু এক বক্তৃতা করেন। জনাপুরে চুচুড়ার শ্রীযুক্ত ... সরকার মহাশয় সেই সময়ে মুন্সেফ ছিলেন। হরিশের ... সভা হয় এবং উক্ত সভায় গঙ্গাচরণ বাবু একটী

... সৎকার্য্যের প্রস্তাব কথায় ও বক্তৃতায় ... শাই হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা "মরা গরুর ... অনিচ্ছুক। সুতরাং তাঁহারা হরিশের নাম চির-স্মরণীয় করিবার জন্ত উপযুক্তরূপ কোন চেষ্টাই করেন নাই। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই বিশেষ উদ্যোগ করা হইল না। পরে ১৮৭৬ খৃঃ ১৫ই জুলাই ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভায় পণ্ডিত বর বাগ্মী ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এক বক্তৃতা করিয়া বলেন যে হরিশের স্মরণার্থ সর্ব্বসাকুল্যে ১০৫০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। এই টাকা দ্বারা বাদুড় বাগানে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের প্রদত্ত জমীতে হরিশের নামে অট্টালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। হরিশের চেহারা না থাকায় তাঁহার প্রতি-মূর্ত্তি সংস্থাপনও অসম্ভব। কমিটির মতে তাঁহার নামে ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি দেওয়া ভাল বোধ হয় না। অতএব তাঁহার নামে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান গৃহে একটী পুস্তকালয় সংস্থাপন ... উক্ত ১০৫০০ ... ইণ্ডিয়ান সভার গৃহ ক্রয় করিবার ... হইয়াছি

ফল কথা ...

লোকেরা বিশেষ চেষ্টা ও আন্তরিক [illegible] নাই। ৺ কৃষ্ণদাস পালের স্মরণচিহ্ন যে কারণে হইতেছে না সেই কারণে হরিশেরও হয় নাই। আমাদের দেশের লোকেরা জীবিতাবস্থায় বড় লোকের সম্মান ও খোসামোদ করেন, মরণান্তে তাঁহাদিগের নাম বিস্মরণ হন। মৃত সিংহের অপেক্ষা জিয়ন্ত শৃগালের আদর আমাদের দেশে বেশী। ইহা ঘোর জাতীয় কলঙ্কের কথা। আশা করি বঙ্গবাসী এই কলঙ্ক কার্য্য দ্বারা [illegible] করিবেন।

হরিশের সম্বন্ধে

শ্রদ্ধাস্পদ ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত [illegible]
বলেন যে, একদা বাগ্মী রামগ[illegible]
হয়। তথায় প্যারীচাঁদ মিত্র ও [illegible] মিত্র ও অন্যান্য ভদ্র লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। হরিশকে রামগোপাল বড় স্নেহ ও আদর করিতেন। এই সময়ে হরিশ অত্যন্ত সুরাপানে আশক্ত হইয়াছিলেন। এই কথা রামগোপাল জানিতে পারিয়া হরিশকে সকলের সমক্ষে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন যে তোমার জীবন বড় মূল্যবান, তুমি [illegible] সুরাসক্ত হইলে আর অধিক দিন বাঁচিবে না। হরিশ রামগোপালকে [illegible] মান্য করিতেন। তিনি এই ভৎর্সনা বাক্যে অসন্তুষ্ট [illegible] যে আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের ন্যায় মান্য [illegible] বলিলে আর কে বলিবে। কথা [illegible] যে এই মজলিসে এমন একজন [illegible] পারে। তিনি র[illegible]

চুঁচুড়ার শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সরকার বলেন যে হরিশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্নান ও আহারাদি কার্য্য সারিতেন। ৮। ১০ মিনিটের মধ্যে তাঁহার স্নান ও আহারাদি হইত। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ কথা স্বীকার করিয়া বলেন যে হরিশের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিয়া তিনি বড় অপ্রস্তুত হইতেন। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা ছোট আদা- লতপূর্ব্ব জজ) বলেন যে, যে সময়ে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যা রাজ্য

তখন হরিশ ইহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। লর্ড

প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সার ফ্রেডারিক হালিডেকে

করেন যে হরিশকে কোন উচ্চতর পদ

।

রিক সুখে হরিশ অনেক পরিমাণে

তাহার মাতা ও অন্যান্য ব্যক্তির

সহিত কথান্তর হইত। তাঁহার জননী আধপাগ্‌লা স্ত্রীলোক ছিলেন, অল্প কথাতেই রাগ করিয়া হাড়িকুঁড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। হরিশের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিবাহ মাতার ইচ্ছানুসারে ভাল ঘরে ও ভাল কন্যার সহিত হয় নাই। সুতরাং এই সকল কারণে তিনি পারিবারিক সুখ হইতে অনেক পরিমানে বঞ্চিত হইয়া- ছিলেন। কালীচরণ বাবু বলেন যে সময়ে সময়ে হরিশ পরিবারস্থ ব্যক্তি

অসন্তুষ্ট হইয়া কলিকাতার ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকি

প্রকাশ করিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের

শীল ব্যক্তির যে সহিষ্ণুতা ও নিঃস্বার্থপ

দেখাইয়াছিলেন। হরিশের নিজের

। কিন্তু নিজ

স্থান নাই। মনিট্রিও সাহেব উক্ত সভায় বলেন যে একদা হরিশকে একটী উচ্চপদ দিবার প্রস্তাব হয়। উহাতে মনট্রিও সাহেব হরিশকে বলেন যে "রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিপদ পাইলেও, তুমি নিজে যে রাজ্য (অর্থাৎ পেট্রিয়ট) সৃষ্টি করিয়াছ তাহা তোমার ত্যাগ করা উচিত নহে।"

মনট্রিওর কথানুসারে তিনি দুই একদিন এ বিষয় ভাবিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে মহাশয়ের কথা আমি গ্রাহ্য করি আমি পেট্রিয়ট পরিত্যাগ করিব না। বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ হরিশের স্মরণার্থ ... বক্তৃতা করেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করা গেল।

"হরিশের সহিত তাঁহার প্রায় ১০ ...
আলাপের সময় তিনি হরিশকে অসাধ...
পারিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ...
কার্য্য পরিত্যাগ করিলে হরিশ তাঁহার স্থল...
লেখা ও অন্যান্য কার্য্য কঠোর পরিশ্রমে ও ... সহিত সম্পন্ন করিতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ ও এদেশীয়দিগের মধ্যে ঘোর মনান্তর জন্মিয়াছিল। তিনি এই সময়ে বিদ্রোহ শান্তি ও ইংরেজ রাজার প্রতি জনসাধারণের ভক্তি যাহাতে অচল থাকে তাহার জন্য লেখনী ...না করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া ক্ষান্ত ...তাহা নহে। যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি তাহার নিকট দুঃখ জানাইত ... অর্থ দ্বারা হউক, কিম্বা অন্য উপায়ে সাহায্য ... ও দরিদ্রের হইয়া বড় মানুষদিগের ...কার্য্যে সমস্ত সময় ক্ষেপণ হইত।

...স্বরূপ হরিশকে পাঠাইবা...
...ক প্রথা ও ...

পারি না; কিন্তু আমার সমস্ত [illegible] তাহাদের উপকার সাধন করিতে পারি।"

রামগোপাল বাবু উক্ত বক্তৃতায় বলেন যে ১৮৫৩ খৃঃ যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চার্টার পুন প্রদত্ত হয়, তখন এদেশীয়েরা উহাতে আপত্তি করেন। কলিকাতা হইতে পার্লেমেণ্ট সভায় এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। ঐ পত্র হরিশের "স্বহস্ত রচিত"। হরিশ হিন্দু পেট্রিয়টে কোম্পানির ... স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করা ভাল ইহা দেখাইবার জন্য ... তাহা এখন আর পাওয়া যায় না। এই সকল ... লিখিত হইয়াছিল যে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃ...

... যে পারিব

... বাটীতে

ব্রাহ্মসমাজ ও হরিশ্চন্দ্র।

হরিশ্চন্দ্র এক ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ ছিলেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে তিনি অনেক বক্তৃতা করেন। তিনি মুখে মুখে বক্তৃতা করিতে পারিতেন কি আমরা জানি না। যাহা তাঁহার বক্তব্য ছিল তাহা ... করা হইত। ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ... উহার বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ ... d prospect) এই সম্বন্ধে ...